অধ্যায় ০৬

কৃষি সমবায়
Agricultural Co-operatives

এ অধ্যায়ে অনন্য A+ সংযোজন

এক নজরে অধ্যায় বিশ্লেষণ | শিখনফল ও পাঠের ধারায় প্রশ্নোত্তর | বোর্ড ও স্কুলের প্রশ্নোত্তর | সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্নোত্তর | যাচাই ও মূল্যায়ন

আলোচ্য বিষয়াবলি

• পরিচ্ছেদ-১ : সমবায়ের প্রকার, সমবায়ের গুরুত্ব; • পরিচ্ছেদ-২ : কৃষি জমি, কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষি ঋণ; • পরিচ্ছেদ-৩ : কৃষিপণ্য উৎপাদন; • পরিচ্ছেদ-৪ : সমবায় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা।

ভূমিকা — অধ্যায়ের প্রাথমিক ধারণা

সমউদ্দেশ্যে এক জোট হয়ে কোনো কাজ করা সমবায়। কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ফসল উৎপাদন, সংগ্রহ, সংগ্রহ উত্তর ফসল পরিচর্যা, গুদামজাতকরণ, পরিবহন এবং বাজারজাতকরণ সকল কাজ সমবায়ের সদস্যরা সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য সীমিত সংখ্যক কৃষক একমত হয়ে নিজেদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে একটি কৃষি সমবায় গড়ে তুলতে পারেন। সমবায় কৃষকদের নিজস্ব পেশাগত সংগঠন। এইরূপ সংগঠনকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় এবং সহযোগিতা করে। এইরূপ সমবায় দেশে প্রচলিত সমবায় আইন অনুসারে গঠিত হলে সমবায় আইনের আওতায় নিবন্ধন লাভ করতে পারে।

ওয়েব লিংকড — প্রশ্ন ও উত্তর

শিখনফলের ধারাবাহিকতায় প্রশ্ন তৈরিতে এবং উত্তরকে তথ্যবহুল ও নির্ভুলতা নিশ্চিতকরণে বোর্ড বইয়ের পাশাপাশি নিম্নোক্ত ওয়েব লিংকের সহায়তা নেওয়া হয়েছে—

en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_economics
en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_cooperative
en.wikipedia.org/wiki/Farm
simple.wikipedia.org/wiki/Farming
www.usda.gov/oce/weather/CropCalendars/
www.webcrawler.com/
www.dam.gov.bd/
en.wikipedia.org/wiki/Crop_rotation

পরিচিতি ও অবদান — অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট শীর্ষস্থানীয় কৃষি বিজ্ঞানী

রেচল কারসন

রেচল লুইজ কারসন (২৭ মে, ১৯০৭ – ১৪ এপ্রিল, ১৯৬৪) ছিলেন একজন মার্কিন সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী এবং নিসর্গ লেখক, যার লেখার মাধ্যমে পৃথিবীর পরিবেশ আন্দোলন বেগবান হয়েছে। কারসন ইউএস ব্যুরো অব ফিশারিজে জীববিজ্ঞানী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৫০ এর দশকের শেষ দিকে রাসায়নিক কীটনাশকসমূহের পরিবেশ ধ্বংসকারী প্রভাব সম্পর্কে মনোযোগী হন যার ফলাফল ছিল তার বিখ্যাত বই সাইলেন্ট স্প্রিং (নীরব বসন্ত) - এর প্রকাশ, যা আমেরিকায় পরিবেশ রক্ষা বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করে।

নরম্যান বোরলাউগ

নরম্যান বোরলাউগ (২৫ মার্চ, ১৯১৪ – ১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৯) বিখ্যাত মার্কিন কৃষিবিজ্ঞানী এবং শান্তিতে নোবেল বিজয়ী, যিনি সবুজ বিপ্লবের জনক হিসেবে খ্যাত। বোরলাউগ পাঁচজনের মধ্যে একজন, যিনি নোবেল শান্তিতে পুরস্কার, প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম এবং কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেল তিনটি পদক লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করেন। তাকে বিশ্বব্যাপী অনাহার ও অপুষ্টি থেকে এক বিলিয়নেরও অধিক লোকের জীবন রক্ষার কৃতিত্ব দেওয়া হয়।

PART 01 বিশ্লেষণ Analysis

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, শিখনফল ও পাঠ্যবইয়ের টপিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধ্যায়ের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ — সহজ প্রস্তুতির জন্য এক নজরে অধ্যায়ের গুরুত্ব

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা : বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষায় এ অধ্যায়ে আসা বহুনির্বাচনি প্রশ্নসংখ্যা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো।

বোর্ড / সাল	ঢাকা	রাজশাহী	যশোর	কুমিল্লা	চট্টগ্রাম	সিলেট	বরিশাল	দিনাজপুর	ময়মনসিংহ
২০২৪	২টি	–	২টি	–	১টি	২টি	২টি	১টি	১টি
২০২৩	এসএসসি পরীক্ষা ২০২৩-এর শর্ট সিলেবাসে এ অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় কোনো প্রশ্ন আসে নি।								
২০২২	এসএসসি পরীক্ষা ২০২২-এর শর্ট সিলেবাসে এ অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় কোনো প্রশ্ন আসে নি।								
২০২১	২০২১ সালে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের এসএসসি পরীক্ষায় 'কৃষিশিক্ষা' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না।								
২০২০	সমন্বিত বোর্ডে একটি প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে ১টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এসেছে।								
২০১৯	সমন্বিত বোর্ডে একটি প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে ৩টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এসেছে।								
২০১৮	সমন্বিত বোর্ডে একটি প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে ৩টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এসেছে।								
২০১৭	সমন্বিত বোর্ডে একটি প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে ৩টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এসেছে।								
২০১৬	সমন্বিত বোর্ডে একটি প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এসেছে।								
২০১৫	সমন্বিত বোর্ডে একটি প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে ৩টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এসেছে।								

সৃজনশীল প্রশ্ন : বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষায় এ অধ্যায়ে আসা সৃজনশীল প্রশ্নসংখ্যা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো।

বোর্ড / সাল	ঢাকা	রাজশাহী	যশোর	কুমিল্লা	চট্টগ্রাম	সিলেট	বরিশাল	দিনাজপুর	ময়মনসিংহ
২০২৪	১টি	১টি	১টি	–	১টি	–	১টি	১টি	১টি
২০২৩	এসএসসি পরীক্ষা ২০২৩-এর শর্ট সিলেবাসে এ অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় কোনো প্রশ্ন আসে নি।								
২০২২	এসএসসি পরীক্ষা ২০২২-এর শর্ট সিলেবাসে এ অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় কোনো প্রশ্ন আসে নি।								
২০২১	২০২১ সালে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের এসএসসি পরীক্ষায় 'কৃষিশিক্ষা' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না।								
২০২০	২০২০ সালে ২টি প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে। ঢাকা, যশোর, কুমিল্লা ও সিলেট বোর্ডে এ অধ্যায় হতে ১টি এবং রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ বোর্ডে এ অধ্যায় হতে ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে।								
২০১৯	সমন্বিত বোর্ডে একটি প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে।								
২০১৮	সমন্বিত বোর্ডে একটি প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে।								
২০১৭	সমন্বিত বোর্ডে একটি প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে কোনো সৃজনশীল প্রশ্ন আসেনি।								
২০১৬	সমন্বিত বোর্ডে একটি প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে কোনো সৃজনশীল প্রশ্ন আসেনি।								
২০১৫	সমন্বিত বোর্ডে একটি প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে কোনো সৃজনশীল প্রশ্ন আসেনি।								

শিখনফল বিশ্লেষণ — বোর্ড মার্কের মাধ্যমে শিখনফল গুরুত্ব নির্ধারণ

শিখনফল ১ : কৃষি সমবায়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব। [ব. বো. '২৪; সকল বোর্ড '২০, '১৯, '১৮]

শিখনফল ২ : কৃষি সমবায়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব। [ঢা. বো. '২৪; সকল বোর্ড '২০, '১৮]

শিখনফল ৩ : কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব। [চ. বো. '২৪]

শিখনফল ৪ : কৃষি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যাখ্যা করতে পারব। [রা. বো. '২৪]

শিখনফল ৫ : কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনে কৃষি সমবায়ের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারব।

PART 02 অনুশীলন Practice

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য ১০০% সঠিক ফরম্যাটি অনুসরণে শিখনফল এবং টপিকের/বিষয়বস্তুর ধারায় প্রশ্ন ও উত্তর

সুপার কুইজ

যেকোনো বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের নিশ্চয়তায় অনুচ্ছেদের লাইনের ধারায় কুইজ আকারে প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, নতুন পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারায় Pointing বিষয়বস্তুর আলোকে ভিন্ন ধারার কুইজ প্রশ্ন এ অংশে সংযোজন করা হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর ঝটপট পড়ে নাও। এরপর বহুনির্বাচনি অংশের প্রশ্নোত্তরের অনুশীলন করো। দেখবে, সহজেই যেকোনো বহুনির্বাচনির সঠিক উত্তর নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

পরিচ্ছেদ-০১

প্রশ্ন ১। এক জোট হয়ে একই উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করাকে বলে— উ: সমবায়।

প্রশ্ন ২। কৃষকদের নিজস্ব পেশাগত সংগঠন হলো— উ: সমবায়।

প্রশ্ন ৩। পণ্যমূল্য নির্ধারণ, ভর্তুকি গ্রহণ, কৃষিপণ্য বিক্রয়ের হিসাব রক্ষার জন্য গড়ে তোলা হয়— উ: কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সমবায়।

প্রশ্ন ৪। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কোন সমবায়টি অধিক কার্যকর? উ: কৃষি উপকরণ সমবায়।

প্রশ্ন ৫। গ্রামের প্রান্তিক চাষীরা একত্রে একটি পাওয়ার টিলার ক্রয় করতে কোন উপায় গ্রহণ করবে? উ: কৃষি উপকরণ সমবায়।

প্রশ্ন ৬। সফলভাবে খামার পরিচালনার জন্য ন্যূনতম জমির পরিমাণ কত? উ: ১ হেক্টর।

প্রশ্ন ৭। টাকার অভাব দূর করে কৃষি কাজের জন্য কয়েকজন কৃষক একত্রে সংগঠিত হওয়াকে কী বলে? উ: কৃষি মূলধন সমবায়।

প্রশ্ন ৮। কৃষি উৎপাদন পরিচালনা কোন ধরনের কৃষি সমবায়ের কাজ? উ: কৃষি উৎপাদন।

প্রশ্ন ৯। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মূল চালিকা শক্তি কী? উ: কৃষি।

প্রশ্ন ১০। যন্ত্রপাতি ক্রয় কোন ধরনের কৃষি সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত কাজ? উ: কৃষি উপকরণ।

প্রশ্ন ১১। সমবায়ের মূলভিত্তি কী? উ: মুনাফার শরিকানা লাভ।

প্রশ্ন ১২। সমবায় কী ধরনের সংগঠন? উ: নিজস্ব পেশাগত।

প্রশ্ন ১৩। কৃষি সমবায় কত প্রকার? উ: ৪ প্রকার।

প্রশ্ন ১৪। কৃষককে হঠাৎ বিপর্যয় সহনশীলতা জোগাতে পারে কোনটি? উ: কৃষি সমবায়।

প্রশ্ন ১৫। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কোন সমবায়টি অধিক কার্যকর? উ: কৃষি উপকরণ সমবায়।

প্রশ্ন ১৬। কৃষি উপকরণ সমবায়ের কাজ কী? উ: বীজ সংগ্রহ।

পরিচ্ছেদ-০২

প্রশ্ন ১৭। সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি কাজের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ পানি কোনটি? উ: জলাধার।

প্রশ্ন ১৮। কৃষিকাজের জন্য কোন পানি সবচেয়ে নিরাপদ? উ: জলাধারে সঞ্চিত পানি।

প্রশ্ন ১৯। লাভজনক খামার গড়ে তুলতে জমির আয়তন সর্বনিম্ন হতে হবে— উ: ১ হেক্টর।

প্রশ্ন ২০। কৃষিকাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— উ: পানি।

প্রশ্ন ২১। ঋণ গ্রহণ সহজ হয় সাধারণত কার জন্য? উ: রেজিস্ট্রিকৃত সমবায়।

প্রশ্ন ২২। দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনায় কৃষি সমবায় কত হেক্টর পর্যন্ত হতে পারে? উ: ৪০০—৫০০ হেক্টর।

প্রশ্ন ২৩। কৃষি সমবায় প্রক্রিয়ায় অনেক জমিকে কী করা হয়? উ: একই ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয়।

প্রশ্ন ২৪। কৃষি আধুনিকায়নের জন্য কী প্রয়োজন? উ: কৃষি যান্ত্রিকীকরণ।

পরিচ্ছেদ-০৩

প্রশ্ন ২৫। কৃষিপণ্য বিপণনে কিসের উপর নির্ভর করে প্যাকিং করতে হয়? উ: পণ্য।

প্রশ্ন ২৬। পণ্য নিরাপদ পরিবহনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি? উ: যথাযথ প্যাকিং।

প্রশ্ন ২৭। কৃষিপণ্য উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য কী? উ: মুনাফা অর্জন।

প্রশ্ন ২৮। কোনটি পরিবহনে অক্সিজেনের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন? উ: মাছের পোনা।

প্রশ্ন ২৯। কৃষিপণ্য বিপণনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো—উ: পরিবহন।

প্রশ্ন ৩০। কৃষি সমবায় এক ধরনের— উ: সমন্বিত কার্যক্রম।

প্রশ্ন ৩১। কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণনের জন্য কোনটি দক্ষ সংগঠন? উ: সমবায়।

প্রশ্ন ৩২। সবজি পরিবহন করা হয়? উ: বাঁশের টুকরিতে।

পরিচ্ছেদ-০৪

প্রশ্ন ৩৩। কৃষি সমবায়ের মূল শর্ত কী? উ: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

প্রশ্ন ৩৪। সমবায় সংগঠন কৃষি সমবায়ের কী? উ: হৃৎপিন্ড।

প্রশ্ন ৩৫। সমবায় সমিতি গড়তে কাদের প্রণীত গঠন প্রণালি অনুসরণ করতে হবে? উ: সমবায় অধিদপ্তর।

প্রশ্ন ৩৬। কোনটির অভাব হলে একটি সংগঠনের মৃত্যু হবে? উ: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

প্রশ্ন ৩৭। কৃষি সমবায়ের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন? উ: ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

প্রশ্ন ৩৮। কৃষি সমবায় কোন ধরনের কার্যক্রম? উ: সমন্বিত।

প্রশ্ন ৩৯। সমবায়ের কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষ কার কাছে দায়ী থাকবে? উ: সমবায়ীদের সাধারণ সভার কাছে।

প্রশ্ন ৪০। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব হলে অকাল মৃত্যু ঘটে— উ: সমবায়ের।

প্রশ্ন ৪১। সমবায়ীরা লাভবান হন যখন সংগঠন হয়— উ: দক্ষ, সৎ ও শক্তিশালী।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় তথ্য-ব্যাখ্যা সংবলিত A+ গ্রেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

১. পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি কোনটি? [ঢা. বো. '২৪]
সূত্র : পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ২০৩
ক বালাইনাশক ব্যবহার খ রাসায়নিক সার ব্যবহার
গ শস্য পর্যায় অবলম্বন ঘ গুদামজাতকরণে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার

▸▸ তথ্য-ব্যাখ্যা : কৃষিপণ্যের উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনের জন্য পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি একান্ত প্রয়োজন। পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তিসমূহ হচ্ছে– শস্য পর্যায় অবলম্বন, নিবিড় ও সমন্বিত চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার সমন্বিত বালাই পদ্ধতি ইত্যাদি।

২. কৃষিপণ্যের মানোন্নয়নে প্রয়োজন– সূত্র : পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ২০৫
i. ফসলের মান অনুযায়ী সজ্জিতকরণ
ii. যথাযথভাবে উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ
iii. সঠিকভাবে ফসলের পরিচর্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

▸▸ তথ্য-ব্যাখ্যা : উৎপাদিত কৃষিপণ্য থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য কৃষিপণ্যের মানোন্নয়ন জরুরি। আর এ কৃষিপণ্যের মানোন্নয়নের জন্য সঠিকভাবে ফসলের পরিচর্যা করতে হবে। এমনকি ফসলকে মান অনুযায়ী সাজাতে হবে এবং উৎপাদিত ফসল যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সিদলাই গ্রামের কৃষকগণ দীর্ঘদিন ধরে পানি সেচের অভাবে কাঙ্ক্ষিত ফসল উৎপাদন করতে পারছিলেন না। তাদের এ সমস্যা সমাধানে কৃষি কর্মকর্তা আলম সাহেবের সহযোগিতায় গড়ে তোলেন নব জাগরণ কৃষি সমবায় সমিতি। লাগসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে সিদলাই গ্রামের কৃষকগণ আজ ঐ এলাকার আদর্শস্বরূপ।

৩. ঐ সমিতির মাধ্যমে এলাকার কৃষকগণ লাভ করেন–সূত্র : পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ২০৩
i. উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা
ii. উচ্চ মুনাফা অর্জনের নিশ্চয়তা
iii. রাসায়নিক সার ব্যবহারের সুফল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

▸▸ তথ্য-ব্যাখ্যা : সমবায় সমিতি একটি সমন্বিত কার্যক্রম। যেসব কাজ কৃষকের একা করা সম্ভব নয় সেসব কাজ তারা সমিতির মাধ্যমে সমাধান করে। এসব সমিতির মাধ্যমে কৃষকগণ উন্নত কৃষি প্রযুক্তি, উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ, এবং বিপণনের মাধ্যমে উচ্চ মুনাফা অর্জন করতে পারে।

৪. ঐ গ্রামের কৃষকগণ উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য পরিবেশবান্ধব কোন পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন? সূত্র : পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ২০৫
ক অগভীর নলকূপ খনন
খ গভীর নলকূপ খনন
গ ভূ-উপরিস্থ জলাধার নির্মাণ
ঘ পাম্পের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা

▸▸ তথ্য-ব্যাখ্যা : কৃষকগণ তাদের সেচের অসুবিধা দূর করার জন্য ভূ-উপরিস্থ জলাধার নির্মাণ করতে পারেন। কারণ ভূ-উপরিস্থ জলাধার পরিবেশবান্ধব এবং কৃষকগণ অল্প খরচে তাদের জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে পারেন।

বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় টপ গ্রেডেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে

অধ্যায় ৬

১ম পরিচ্ছেদ কৃষি সমবায়ের ধারণা ও গুরুত্ব

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৫. কৃষকদের নিজস্ব পেশাগত সংগঠন কোনটি? [বি. বো. '২৪]
ক এফএও খ বি আর আর আই
গ বি. জে আর আই ঘ সমবায়

৬. কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কোন সমবায়টি অধিক কার্যকর? [সকল বোর্ড '২০]
ক সঞ্চয় সমবায় খ কৃষি উপকরণ সমবায়
গ কৃষি উৎপাদন সমবায় ঘ কৃষি বাজারজাতকরণ সমবায়

৭. কৃষি সমবায়গুলো সাধারণত কিরূপ হওয়া উচিত? [সকল বোর্ড '১৯]
ক অঞ্চলভিত্তিক খ বিভাগভিত্তিক
গ জেলাভিত্তিক ঘ পরিবারভিত্তিক

৮. ক্ষুদ্র কৃষক আবু কৃষিপণ্য বিক্রি করে উপযুক্ত মূল্য পায় না। সমস্যা সমাধানে আবুকে গ্রামে কোন সমবায় সমিতির সদস্য হতে হবে? [সকল বোর্ড '১৯]
ক কৃষি উপকরণ সমবায়
খ কৃষি উৎপাদন সমবায়
গ কৃষি মূলধন সমবায়
ঘ কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সমবায়

৯. টাকার অভাব দূর করে কৃষি কাজের জন্য কয়েকজন কৃষক একত্রে সংগঠিত হওয়াকে কী বলে? [সকল বোর্ড '১৬]
ক কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সমবায় খ কৃষি উৎপাদন সমবায়
গ কৃষি উপকরণ সমবায় ঘ কৃষি মূলধন সমবায়

১০. গ্রামের প্রান্তিক চাষীরা একত্রে একটি পাওয়ার টিলার ক্রয় করতে কোন উপায় গ্রহণ করবে? [সকল বোর্ড '১৭]
ক ব্যাংক ঋণ খ কৃষি উপকরণ সমবায়
গ এনজিও সহায়তা ঘ ধারে সংগ্রহ

▸▸ তথ্য ব্যাখ্যা : কৃষির আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়, পরিচালনা রক্ষণাবেক্ষণ একক মালিকানায় সম্ভব নয়, এজন্য প্রয়োজন কৃষি উপকরণ সমবায়। এ সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকগণ বীজ, সার, ঔষধ, যন্ত্রপাতি, পরিবহন ইত্যাদি সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারেন।

১১. আধুনিক কৃষি– [সকল বোর্ড '১৬]
ক ব্যয়বহুল খ অনুন্নত
গ সহজলভ্য ঘ কম খরচ

১২. কৃষি উপকরণ সমবায়ের কাজ কী? [খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা]
ক মূলধন সংগ্রহ খ ভর্তুকি গ্রহণ
গ বীজ সংগ্রহ ঘ কৃষি পণ্য বিক্রয়

▸▸ তথ্য-ব্যাখ্যা : কৃষি উপকরণ সমবায়ের কাজ বীজ, সার, ঔষধ, যন্ত্রপাতি, পরিবহন, গুদাম ইত্যাদি সংগ্রহ ও ব্যবহার করা।

১৩. কৃষি উৎপাদন পরিচালনা কোন ধরনের কৃষি সমবায়ের কাজ? [কুমিল্লা জিলা স্কুল, কুমিল্লা]
ক সঞ্চয় খ কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ
গ কৃষি উপকরণ ঘ কৃষি উৎপাদন

১৪. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মূল চালিকা শক্তি কী? [বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল]
ক কৃষক খ কৃষি
গ শিল্প ঘ গার্মেন্টস

১৫. যন্ত্রপাতি ক্রয় কোন ধরনের কৃষি সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত কাজ? [বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা]
ক সঞ্চয় খ কৃষি মূলধন
গ কৃষি উপকরণ ঘ কৃষি উৎপাদন

১৬. কৃষি সমবায়গুলো সাধারণত কী ধরনের হয়? [খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা]
ক উপজেলা ভিত্তিক খ এলাকা ভিত্তিক
গ বিভাগ ভিত্তিক ঘ জেলা ভিত্তিক

১৭. সমবায়ের মূলভিত্তি কী? [কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া]
ক জমির শরিকানা লাভ খ পুঁজির শরিকানা লাভ
গ শ্রমের শরিকানা লাভ ঘ মুনাফার শরিকানা লাভ

১৮. সমবায়ের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করে কোনটি? [খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা]
ক কৃষি উপকরণ সমবায় খ কৃষি উৎপাদন সমবায়
গ কৃষি মূলধন সমবায় ঘ কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ

১৯. সমবায় কী ধরনের সংগঠন?
ক নিজস্ব পেশাগত খ রাজনৈতিক
গ রাষ্ট্রীয় ঘ ধর্মীয়

▸▸ তথ্য-ব্যাখ্যা : সমবায় কৃষকদের নিজস্ব পেশাগত সংগঠন। এ রূপ সংগঠনকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় এবং সহযোগিতা করে।

২০. বাম্পার ফসল হলে দাম—
ক বাড়ে খ কমে
গ সমান ঘ উচ্চ হয়

২১. কৃষি উপকরণ সমবায় হলো — সংগ্রহ করা।
ক মূলধন খ ভর্তুকি গ্রহণ
গ কৃষিপণ্য বিক্রয় ঘ বীজ

▸▸ তথ্য-ব্যাখ্যা : কৃষি উপকরণ সমবায় হলো বীজ সংগ্রহ করা। সার, ঔষধ, যন্ত্রপাতি, পরিবহন, গুদাম ইত্যাদি সংগ্রহ ও ব্যবহার করাও এ সমবায়ের কাজ।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

২২. সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপন্ন করা যায়— [চ. বো. '২৪]
i. বীজ
ii. সার
iii. নেপিয়ার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সমবায়ের কাজ হলো— [ম. বো. '২৪]
i. পণ্যমূল্য নির্ধারণ
ii. ভর্তুকি গ্রহণ
iii. হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. সমবায়ী সংগঠনের মাধ্যমে উপকৃত হবে— [সকল বোর্ড '১৭]
i. সংগঠনের সদস্য
ii. সাধারণ ব্যবসায়ী সমাজ
iii. দেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. কৃষি সমবায় হলো—
i. নিজস্ব পেশাগত সংগঠন
ii. রাষ্ট্র স্বীকৃত
iii. সমবায় আইন মেনে চলে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

২৬. সমবায়ী কৃষকের মুনাফার শরিকানা লাভের ভিত্তি হলো—
i. জমির আনুপাতিক হার
ii. উৎপাদনের আনুপাতিক হার
iii. পুঁজির আনুপাতিক হার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শফিকের গ্রামে আলুর বাম্পার ফলন হলেও কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ দাম পড়ে যায়। উপযুক্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও বড় গুদাম না থাকায় তারা আলু সংরক্ষণেও ব্যর্থ হয়।

২৭. শফিকের গ্রামের কৃষকদের সমস্যা সমাধানের উপায়—
ক কৃষি সমবায় খ সরকারি ব্যবস্থা
গ সংরক্ষণ ঘ ভর্তুকি প্রদান

২৮. কৃষকদের একাকি চাষের সমস্যাগুলো হলো—
i. কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার
ii. প্রক্রিয়াজাতকরণ
iii. পরিবেশ সংরক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২য় পরিচ্ছেদ কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

২৯. কৃষি সমবায় প্রক্রিয়ায় অনেক জমিকে কী করা হয়? [সকল বোর্ড '১৯]
ক জলাধারে রূপান্তরিত করা হয়
খ একই ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয়
গ একই ফসল জমিগুলোতে চাষ করা হয়
ঘ জাল দিয়ে বেড়া দেওয়া হয়

৩০. কোনটি ছাড়া কৃষি কাজ সম্ভব নয়? [সকল বোর্ড '১৮]
ক সার খ ট্রাকটর গ অর্থ ঘ পানি

৩১. সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি কাজের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ পানি কোনটি? [সকল বোর্ড '১৮]
ক নলকূপ খ জলাধার
গ নদীর পানি ঘ পুকুরের পানি

▸▸ তথ্য ব্যাখ্যা : কৃষিকাজে সবচাইতে নিরাপদ পানি হলো জলাধারের পানি। জলাধারে পানি বর্ষাকালে সঞ্চয় করে সারাবছর সেই পানি ব্যবহার সর্বোত্তম।

৩২. নিচের কোনটি যথাসময়ে নিরাপদে প্রাপ্তি কৃষির জন্য খুবই সহায়ক? [সকল বোর্ড '১৫]
ক জমি খ সার
গ বীজ ঘ ঋণ

▸▸ তথ্য ব্যাখ্যা : কৃষিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ যথাসময়ে নিরাপদে প্রাপ্তি কৃষির জন্য খুবই সহায়ক। রেজিস্ট্রিকৃত কৃষি সমবায় হলে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ঋণ দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে।

৩৩. ঋণ গ্রহণ সহজ হয় সাধারণত কার জন্য? [ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা]
ক কৃষকদের খ রেজিস্ট্রিকৃত সমবায়ের
গ গ্রামের মহিলাদের ঘ দুঃস্থ জনগণের

৩৪. কৃষিকাজের জন্য কোন পানি সবচেয়ে নিরাপদ? [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]
ক গভীর নলকূপ খ জলাধারে সঞ্চিত পানি
গ নদীর পানি ঘ পুকুরে পানি
খ
▸▸ তথ্য-ব্যাখ্যা : কৃষিকাজের জন্য জলাধারে সঞ্চিত পানি সবচেয়ে নিরাপদ। জলাধারে পানি বর্ষাকালে সঞ্চয় করে সারা বছর সেই পানি ব্যবহার সর্বোত্তম।

৩৫. কৃষি উপকরণ কোনটি? [কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আদর্শ স্কুল, কুমিল্লা]
ক বীজ এবং পানি খ বড় গাছ এবং সার
গ সমবায় ঘ সম্প্রসারণ
ক

৩৬. কৃষি আধুনিকায়নের জন্য কোনটির প্রয়োজন? [নোয়াখালী জিলা স্কুল, নোয়াখালী]
ক কৃষি যান্ত্রিকীকরণ খ রাসায়নিক সার
গ উন্নত বীজ ঘ বালাই নাশক
ক

৩৭. কৃষিকাজে পানির সর্বোত্তম উৎস কোনটি?
ক পুকুর খ নলকূপ
গ গভীর নলকূপ ঘ জলাধার
ঘ

৩৮. দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনায় কৃষি সমবায় কত হেক্টর পর্যন্ত হতে পারে?
ক ১০০–২০০ খ ২০০–৩০০
গ ৪০০–৫০০ ঘ ১০০০–১২০০
গ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৩৯. জমি ব্যবহার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত—
i. পানি
ii. কৃষি যন্ত্রপাতি
iii. কৃষিঋণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

৪০. সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদন করা যায়—
i. বীজ
ii. সার
iii. পাওয়ার টিলার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
গ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের প্রশ্ন তথ্য হতে ৪১ ও ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শিবগঞ্জ গ্রামের কৃষকগণ কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী হন। এজন্য তারা "সৃজনী কৃষি সমবায় সমিতি" গড়ে তোলে এবং প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করে। [জামালপুর জিলা স্কুল, জামালপুর]

৪১. শিবগঞ্জ গ্রামে কৃষকগণ উক্ত সমিতির মাধ্যমে কোনটির অর্জন নিশ্চিত করতে পারবে?
ক সকলের আস্থা খ গ্রামের উন্নয়ন
গ উচ্চ মুনাফা ঘ জমি ও পুঁজি
গ

৪২. শিবগঞ্জ গ্রামের কৃষকদের ব্যবহৃত প্রযুক্তি হলো—
i. নিবিড় চাষাবাদ
ii. বালাইনাশক প্রয়োগ
iii. শস্য পর্যায় অবলম্বন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

৩য় পরিচ্ছেদ কৃষি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৪৩. পানি সেচের সর্বোত্তম উৎস কোনটি? [সি. বো. '২৪]
ক প্রাকৃতিক জলাধার খ ভূ-উপরিস্থ জলাধার
গ কৃত্রিম জলাধার ঘ গভীর নলকূপ
গ

৪৪. কৃষিপণ্য বিপণনে কিসের উপর নির্ভর করে প্যাকিং করতে হয়? [সকল বোর্ড '১৭]
ক পণ্য খ দূরত্ব
গ পরিবহন ঘ আবহাওয়া
গ
▸▸ তথ্য ব্যাখ্যা : কৃষিপণ্য বিপণনের একটি কার্যক্রম হচ্ছে নিরাপদ পরিবহন। পরিবহন নির্ভর করে পরিবহনের পাত্র, খাঁচা, প্যাকিং ইত্যাদির উপর। আর প্যাকিং নির্ভর করে পণ্যের উপর।

৪৫. পণ্য নিরাপদ পরিবহনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি? [ঢাকা গভ. মুসলিম হাই স্কুল, ঢাকা]
ক রোদে শুকানো খ যানবাহন ধীরে চালানো
গ পণ্যের মিশ্রণ ঘ যথাযথ প্যাকিং
ঘ

৪৬. কোনটি পরিবহনে চটের বস্তা উপযুক্ত? [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা]
ক দানা শস্য খ সবজি
গ ফুল ঘ ফল
গ
▸▸ তথ্য-ব্যাখ্যা : দানা শস্য পরিবহনে চটের বস্তা উপযুক্ত হলেও সবজি, ফুল-ফলের জন্য কোনো ক্রমেই উপযুক্ত নয়। এ সকল পণ্যের কোনোটার জন্য বাঁশের বিশেষ টুকরি কিংবা হার্ডবোর্ড কাগজের বাক্স দরকার।

৪৭. কৃষিপণ্য উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য কী?
ক সংরক্ষণ খ বিপণন
গ বাজারজাতকরণ ঘ মুনাফা অর্জন
ঘ

৪৮. চটের বস্তায় সংরক্ষণ করা হয় কোনটি?
ক শস্য খ মাছ
গ মাছের পোনা ঘ ডিম
ক

৪৯. কোনটি পরিবহনে অক্সিজেনের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন?
ক ভুট্টা খ মাছের পোনা
গ মাছের ডিম ঘ সবজি
গ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৫০. কৃষিপণ্যের মানোন্নয়নে— [ঢা. বো. '২৪]
i. ফসলের যথাযথ পরিচর্যা করা
ii. উৎপাদিত ফসলটির সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা
iii. অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

৫১. কৃষিপণ্য উৎপাদনে লক্ষ রাখতে হবে— [সকল বোর্ড '১৬]
i. পরিবেশবান্ধব কি-না
ii. স্বাস্থ্যকর কি-না
iii. রপ্তানি উপযোগী কি-না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

৫২. কৃষি বান্ধব প্রযুক্তিসমূহ হলো— [নওগাঁ কে.জি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নওগাঁ]
i. শস্য পর্যায় অবলম্বন
ii. সমন্বিত বালাইদমন
iii. সমন্বিত চাষাবাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

৫৩. কৃষিপণ্য উৎপাদনে লক্ষ রাখতে হবে—
i. পরিবেশবান্ধব কি-না
ii. স্বাস্থ্যহানিকর কি-না
iii. রপ্তানি উপযোগী কি-না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫৪ ও ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুজন মিয়া "সোনার বাংলা" কৃষি সমবায় সমিতির একজন সদস্য। এবার সমিতি থেকে ঢাকায় জীবন্ত মাছ পরিবহনের সিদ্ধান্ত নিল। [ব. বো. '২৪]

৫৪. সুজন মিয়া মাছ পরিবহনের জন্য নিচের কোনটি ব্যবহার করবে?
(ক) বাক্স (খ) খাঁচা
(গ) চটের বস্তা (ঘ) পানি ভরা বড় পাত্র

৫৫. সুজন মিয়াকে কোনটির অভাব পূরণে সচেষ্ট থাকতে হবে?
(ক) প্রাকৃতিক খাদ্য (খ) সম্পূরক খাদ্য
(গ) অক্সিজেন (ঘ) হাইড্রোজেন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৬ ও ৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ঢাকার ফল ব্যবসায়ী বাবুল দিনাজপুর থেকে বিভিন্ন ফল কিনে পরিবহনের মাধ্যমে নিয়ে আসেন। কিন্তু অনুপযুক্ত পরিবহনের কারণে তার অনেক ফল নষ্ট হয়। [সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]

৫৬. বাবুল তার ফল পরিবহনে কী ব্যবহার করবেন?
(ক) হার্ডবোর্ড কাগজের বাক্স (খ) মোটা কাঠের শক্ত বাক্স
(গ) প্লাস্টিকের মজবুত বাক্স (ঘ) শক্ত পলিথিন ব্যাগ

৫৭. বাবুলের পণ্যগুলো নিরাপদ পরিবহনের জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো—
i. উপযুক্ত পাত্র বা খাঁচা
ii. পণ্যের যথাযথ প্যাকিং
iii. সংগ্রহের পূর্বে সঠিক পরিচর্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫৮ ও ৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সোহেল একজন পণ্য ব্যবসায়ী। সে ঢাকায় মাছের জ্যান্ত পোনা পরিবহনের সিদ্ধান্ত নিল।

৫৮. সোহেল পরিবহনের জন্য কোনটি ব্যবহার করবে?
(ক) খাঁচা (খ) চটের বস্তা
(গ) পানি ভরা বড় পাত্র (ঘ) বাক্স

৫৯. সোহেলকে কোনটির অভাব পূরণে সচেষ্ট থাকতে হবে?
(ক) খাদ্য (খ) হাইড্রোজেন
(গ) অক্সিজেন (ঘ) সম্পূরক খাদ্য

৪র্থ পরিচ্ছেদ সমবায় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৬০. কোন পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করলে সর্বোচ্চ মুনাফা পাওয়া যায়? [য. বো. '২৪]
(ক) বাণিজ্যিক চাষ (খ) বর্গাচাষ
(গ) একাকী চাষ (ঘ) সমবায় চাষ

৬১. কৃষি সমবায়ের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন নিচের কোনটি? [য. বো. '২৪]
(ক) মূলধন (খ) শ্রম
(গ) ঐক্যবদ্ধ (ঘ) জমি

৬২. কৃষি সমবায়ের মূল শর্ত কী? [সকল বোর্ড '১৮]
(ক) বিনিয়োগ ও বণ্টন (খ) উৎপাদন
(গ) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (ঘ) মূলধন ও শ্রম

৬৩. সমবায় সংগঠন কৃষি সমবায়ের কী? [বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল]
(ক) মাথা (খ) মূলমন্ত্র
(গ) মূল সংগঠন (ঘ) হৃৎপিণ্ড

৬৪. সমবায় সমিতি গড়তে কাদের প্রণীত গঠন প্রণালি অনুসরণ করতে হবে? [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
(ক) সমবায় অধিদপ্তর (খ) সমবায় মন্ত্রণালয়
(গ) সমবায় সংগঠন (ঘ) সমবায় সমিতি

৬৫. কোনটির অভাব হলে একটি সংগঠনের মৃত্যু হবে? [কে কে গভঃ ইনস্টিটিউশন, মুন্সিগঞ্জ]
(ক) উপযুক্ত পরিবেশ (খ) মূলধন
(গ) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (ঘ) কৃষির আধুনিকায়ন

৬৬. সমবায়ের মূল শর্ত কী? [খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, খাগড়াছড়ি]
(ক) বিনিয়োগ ও বণ্টন (খ) বিনিয়োগ ও উৎপাদন
(গ) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (ঘ) মূলধন ও শ্রম

৬৭. কৃষি সমবায়ের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন?
(ক) জমি (খ) অর্থ
(গ) ভর্তুকি (ঘ) ঐক্যবদ্ধ হওয়া

৬৮. কৃষি সমবায় কোন ধরনের কার্যক্রম?
(ক) একক (খ) মিশ্র
(গ) সমন্বিত (ঘ) রাষ্ট্রীয়

৬৯. সমবায় সমিতি গড়তে কাদের প্রণীত গঠনপ্রণালি অনুসরণ করতে হবে?
(ক) সমবায় অধিদপ্তর (খ) সমবায় মন্ত্রণালয়
(গ) সমবায় সংগঠন (ঘ) সমবায় পরিদপ্তর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৭০. কৃষি সমবায় গঠনের উদ্দেশ্য হলো— [দি. বো. '২৪]
i. কৃষিকাজ সহজীকরণ
ii. কৃষিপণ্য বিপণন সহজীকরণ
iii. অধিকতর লাভবান হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭১. সমবায়ীরা তখন লাভবান হবেন, যখন সংগঠন হবে— [সকল বোর্ড '১৫]
i. দক্ষ
ii. সৎ
iii. শক্তিশালী
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭২. সমবায়ীরা লাভবান হবে, সংগঠন— [মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
i. দক্ষ হলে
ii. সৎ হলে
iii. শক্তিশালী হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭৩. সমবায় সংগঠনের কাজ হলো—
i. আগ্রহী ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ করা
ii. সমগ্র কৃষিকাজ ব্যবস্থাপনা করা
iii. পরিবেশবান্ধব চাষ না করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭৪ ও ৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ভরপাশা গ্রামের কৃষকগণ তাদের বিভিন্ন সমস্যার কারণে সবাই একতাবদ্ধ হয়ে একটি কৃষি সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। কিন্তু এক বছরের মাথায় সমিতিটির অকাল মৃত্যু ঘটে।

৭৪. উক্ত গ্রামের কৃষকদের সমবায়টির অকাল মৃত্যু ঘটার কারণ কী?
(ক) মূলধনের অভাব (খ) স্বচ্ছতার অভাব
(গ) সরকারের হস্তক্ষেপের অভাব (ঘ) চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপের অভাব

৭৫. ভরপাশা গ্রামের কৃষকগণ উক্ত সমবায়টি দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারেন—
i. সমগ্র কৃষিকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে
ii. পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে
iii. জমি ও অর্থ যুক্ত করার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭৬ ও ৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নিজাম স্যার ক্লাসে সমবায় সংগঠন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একে মানবদেহের একটি অঙ্গের সাথে তুলনা করেন। তিনি আরও বলেন সংগঠন যত দক্ষ, সৎ ও শক্তিশালী হবে সমবায়ীরা ততই লাভবান হবেন।

৭৬. নিজাম স্যার সমবায় সংগঠনের দেহের কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করেন?
(ক) কিডনী (খ) পাকস্থলী
(গ) মস্তিষ্ক (ঘ) হৃৎপিণ্ড

৭৭. এ সংগঠনের কাজ হলো—
i. কৃষি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন
ii. কৃষিপণ্য উৎপাদন
iii. কৃষিপণ্য রপ্তানি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

অধিকতর অনুশীলন সহায়ক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৭৮. আধুনিক কৃষি—
(ক) ব্যয়বহুল (খ) অনুন্নত
(গ) সহজলভ্য (ঘ) কম খরচ

৭৯. কৃষি সমবায় কত প্রকার?
(ক) ২ (খ) ৪
(গ) ৬ (ঘ) ৮

▸▸ তথ্য-ব্যাখ্যা : কৃষি সমবায় ৪ প্রকার। যথা— কৃষি মূলধন সমবায়, কৃষি উপকরণ সমবায়, কৃষি উৎপাদন সমবায় এবং কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ।

৮০. কৃষককে হঠাৎ বিপর্যয় সহনশীলতা জোগাতে পারে কোনটি?
(ক) কৃষি মালিকানা (খ) কৃষি সমবায়
(গ) নেতৃত্ব (ঘ) বাম্পার ফলন

৮১. কৃষির জন্য কোনটি সহায়ক? [জামালপুর জিলা স্কুল, জামালপুর]
(ক) কৃষিঋণ প্রাপ্তি (খ) ভর্তুকি
(গ) দাম নির্ধারণ (ঘ) হিসাব করা

৮২. কোনটি ছাড়া কৃষিকাজ সম্ভব নয়?
(ক) সার (খ) ট্রাক্টর
(গ) অর্থ (ঘ) পানি

৮৩. কোনটি পরিবেশ বান্ধব নয়?
(ক) পুকুর (খ) গভীর নলকূপ
(গ) জলাধার (ঘ) নলকূপ

৮৪. কোন সেচ ব্যবস্থায় খরচ কম হয়?
(ক) নলকূপ (খ) পুকুর
(গ) জলাধার (ঘ) গভীর নলকূপ

৮৫. কৃষিপণ্য উৎপাদনে কী লক্ষ রাখতে হবে?
(ক) স্বাস্থ্যকর পণ্য (খ) রোগবালাই
(গ) পরিবেশ (ঘ) সবগুলোই

৮৬. কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণনের জন্য কোনটি দক্ষ সংগঠন?
(ক) এনজিও (খ) সমবায়
(গ) সরকার (ঘ) উপজেলা পরিষদ

৮৭. সবজি পরিবহন করা হয়—
(ক) চটের বস্তায় (খ) বাঁশের টুকরিতে
(গ) পানিযুক্ত পাত্রে (ঘ) ভাঁজ করে

৮৮. মুনাফা বণ্টন সমবায়ীদের বিনিয়োগ অনুযায়ী—
(ক) ব্যস্তানুপাতিক (খ) সমানুপাতিক
(গ) কম (ঘ) বেশি

৮৯. সমবায়ের কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষ কার কাছে দায়ী থাকবে?
(ক) সমবায়ী নেতৃবৃন্দের কাছে
(খ) সমবায়ীদের সাধারণ সভার কাছে
(গ) সমবায়ীদের নির্দিষ্ট সভার কাছে
(ঘ) সমবায়ী সদস্যদের কাছে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৯০. কৃষি সমবায়ের প্রকারগুলো হলো—
i. কৃষি অর্থনীতি সমবায়
ii. কৃষি মূলধন সমবায়
iii. কৃষি উৎপাদন সমবায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii

৯১. পণ্যের মানোন্নয়ন ও সংরক্ষণে সহায়ক হলো—
i. বাছাই-ছাঁটাই শ্রেণি বিভাজন
ii. প্যাকেটজাতকরণ
iii. বিপণন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

৯২. সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদনে কার পরামর্শ নেওয়া যাবে—
i. উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা
ii. উপজেলা পশু পালন কর্মকর্তা
iii. মৎস্য কর্মকর্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৯৩ ও ৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আগরপুর গ্রামবাসী সমবায়ের ভিত্তিতে একটি জলাধার স্থাপন করল।

৯৩. উক্ত পানির ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
(ক) এ পানি শুদ্ধ নয়
(খ) এ পানি ব্যবহার সর্বোত্তম
(গ) এ পানি ব্যবহার নিরাপদ নয়
(ঘ) এ পানি মাঝে মাঝে ব্যবহার করা যায়

৯৪. উক্ত জলাধারের পানির ব্যবহারে—
i. খরচ কম লাগবে
ii. সেচে ব্যবহার করা যাবে
iii. তেমন লাভজনক নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় A+ গ্রেড সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নের মান ২

পরিচ্ছেদ-১ : কৃষি সমবায়ের ধারণা ও গুরুত্ব ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২০৩

প্রশ্ন ১। পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির দুটি উদাহরণ দাও। [পাঠ্যবই পৃ.-২০৩]

উত্তর : পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির দুটি উদাহরণ হলো—
১. শস্য পর্যায় ও ২. নিবিড় ও সমন্বিত চাষাবাদ পদ্ধতি।

প্রশ্ন ২। কৃষি সমবায় কীভাবে কৃষককে হঠাৎ বিপর্যয় সহনশীলতা যোগায়? [পাঠ্যবই পৃ.-২০৩]

উত্তর : কৃষিকাজ সম্পন্ন করতে এবং কৃষি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষি সমবায় গড়ে তোলা হয়। কৃষক হঠাৎ বিপর্যয় যেমন— প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কৃষি সমবায় কৃষককে প্রয়োজনীয় মূলধনের জোগান দেয়। এছাড়াও কৃষি সমবায় কৃষককে ঋণ সুবিধা প্রদান করে এবং উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বীজ, সার, ঔষধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উপকরণ সরবরাহ করে থাকে। কৃষিপণ্য গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে এই সমবায়। ফলে কৃষকেরা ঝুঁকি এড়িয়ে কাঙ্ক্ষিত ফলন অর্জন করতে পারে। এভাবেই কৃষি সমবায় কৃষককে হঠাৎ বিপর্যয়ে সহনশীলতা জোগায়।

প্রশ্ন ৩। কৃষি সমবায় কেন করা হয়? [পাঠ্যবই পৃ.-২০৩]

উত্তর : কৃষি সমবায় পদ্ধতিতে সকলে মিলে কাজ করলে কঠিন কাজও সহজ হয়। আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল ব্যবহার করা যায়। সহজেই কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। এছাড়াও সঠিকভাবে ফসল প্রক্রিয়াজাত এবং গুদামঘরের ব্যবস্থাও করা যায়। ফলে সঠিক সময়ে ভালো দামে ফসল বিক্রয় সম্ভব হয়। এভাবে কৃষি সমবায় পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়। এ কারণেই কৃষি সমবায় করা হয়।

প্রশ্ন ৪। 'দশের লাঠি একের বোঝা'— বলতে কী বোঝ? [পাঠ্যবই পৃ.-২০৩]

উত্তর : একজন ব্যক্তির পক্ষে যে কাজটি অ-বহনযোগ্য বোঝা, দশজন ব্যক্তি একত্র হলে সেই বোঝাটি সহজে বহন করা যায়। যদি বোঝাটি খুলে দশজনের কাছে দেওয়া হয় তবে তা লাঠি হিসেবেও কাজে লাগে। তাই সকলে মিলেমিশে কাজ করলে যে কোনো কাজে সফলতা পাওয়া যায় অতি সহজে।

প্রশ্ন ৫। কৃষি সমবায় পদ্ধতিতে কীভাবে সর্বোচ্চ মুনাফা পাওয়া যায়? [পাঠ্যবই পৃ.-২০৩]

উত্তর : কৃষি সমবায় পদ্ধতিতে সকলে মিলে কাজ করলে কাজ সহজ হয়। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়, ফসল প্রক্রিয়াজাত করা যায়। গুদামঘরের ব্যবস্থাও করা যায়। যার ফলে সঠিক সময় ভালো দামে ফসল বিক্রয় সম্ভবপর হয়। তাই কৃষি সমবায় পদ্ধতিতেই সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন সম্ভব।

প্রশ্ন ৬। সমবায় ব্যবস্থা কীভাবে একে অপরকে সক্রিয় হতে শেখায়? [পাঠ্যবই পৃ.-২০৩]

উত্তর : সমবায় হলো একই উদ্দেশ্যে একজোট হয়ে কাজ করা। কারো একার পক্ষে যে কাজ সম্ভব নয় তা সমবায়ের মাধ্যমে সবাই মিলে সহজেই করা সম্ভব। জমি ও পুঁজির আনুপাতিক হারে মুনাফার শরিকানা লাভ সমবায়ের মূল ভিত্তি। সমবায় পদ্ধতিতে প্রতিটি কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হয়। তাই অংশীদারকে তার নির্দিষ্ট কাজ সঠিক ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে হয়। এভাবে সমবায় ব্যবস্থা একে অপরকে সক্রিয় হতে শেখায়।

পরিচ্ছেদ-২ : কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২০৪

প্রশ্ন ৭। কৃষিকাজে জলাধারে সঞ্চিত পানি ব্যবহার করা লাভজনক কেন? [পাঠ্যবই পৃ.-২০৪]

উত্তর : কৃষিকাজে গভীর নলকূপের অতি ব্যবহার পরিবেশ বান্ধব নয়, তাই সবচাইতে নিরাপদ পানি হলো জলাধারে সঞ্চিত পানি। জলাধারে পানি বর্ষাকালে সঞ্চয় করে সারা বছর সেই পানি ব্যবহার করা সর্বোত্তম। জলাধার করা এবং সেখান থেকে পাম্পের সাহায্যে সেচ নালা বা পাইপে সমবায়ের আওতাধীন জমিগুলোতে, স্বল্প অপচয়ে, সেচের পানি ব্যবহার করা যায়। ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সঞ্চিত পানি দিয়ে সেচ দেওয়ার খরচ তুলনামূলক অনেক কম। তা ছাড়া সেচ ছাড়াও এই জলাধারের পানি অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজে লাগে যা লাভজনক।

প্রশ্ন ৮। কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। [পাঠ্যবই পৃ.-২০৫]

উত্তর : আধুনিক কৃষিতে পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর থেকে শুরু করে বহু ধরনের যন্ত্রপাতি ফসল উৎপাদন, পশু-পাখি, মৎস্য পালন তথা সার্বিক কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। আধুনিক কৃষিতে ফলন বৃদ্ধির জন্য ও উৎপাদন সহজতর করার জন্য এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। সুতরাং কৃষির আধুনিকায়নের জন্যই কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রয়োজন।

প্রশ্ন ৯। কীভাবে আমাদের দেশের কৃষির উৎপাদনশীলতা যেকোনো উন্নত দেশের মানকে ছাড়িয়ে যেতে পারে? [পাঠ্যবই পৃ.-২০৫]

উত্তর : সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর থেকে শুরু করে বহু ধরনের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে ব্যবহার করলে আমাদের দেশের কৃষি উৎপাদনশীলতা যেকোনো উন্নত দেশের মানকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

পরিচ্ছেদ-৩ : কৃষি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষিপণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২০৬

প্রশ্ন ১০। প্যাকিং কিসের উপর নির্ভর করে? ব্যাখ্যা কর। [পাঠ্যবই পৃ.-২০৬]

উত্তর : প্যাকিং নির্ভর করে পণ্যের উপর। পণ্যের উপর ভিত্তি করেই পণ্য প্যাকিং করা হয়। যেমন— শস্য পরিবহনের তথা প্যাকিং এর জন্য চটের বস্তা উপযুক্ত হলেও সবজি, ফুল, ফলের জন্য তা কোনোক্রমেই উপযুক্ত নয়। সবজি, ফুল, ফল ইত্যাদি পণ্যের কেনাকাটার জন্য বাঁশের বিশেষ টুকরি বা হার্ডবোর্ড কাগজের বাক্স দরকার। তেমনি ভাবে মাছ পরিবহনের জন্য পানি ভরা বড় পাত্র প্রয়োজন। অর্থাৎ, পণ্যের জন্য প্যাকিং ব্যবস্থা ভিন্ন রকম।

প্রশ্ন ১১। কৃষিপণ্য উৎপাদনে কোন বিষয়ে লক্ষ রাখা প্রয়োজন এবং কেন লেখ। [পাঠ্যবই পৃ.-২০৬]

উত্তর : কৃষিপণ্য উৎপাদনে সকল বিষয়ে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। কারণ লক্ষ রাখতে হবে যাতে, কৃষিপণ্য উৎপাদনে উৎপাদক এবং ভোক্তা অর্থাৎ ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যহানিকর যেন না হয়। আবার সেই সঙ্গে কৃষি পণ্যের উৎপাদক পরিবেশবান্ধব যেন হয় সেই দিকেও লক্ষ রাখা প্রয়োজন। সুতরাং পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন কোনো পণ্য উৎপাদন করা যাবে না।

প্রশ্ন ১২। কৃষিপণ্য বিপণনের সুবিধার জন্য সমবায় কী ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারে? [পাঠ্যবই পৃ.-২০৬]

উত্তর : উৎপাদিত কৃষিপণ্য সঠিক সময়ে বিপণনের জন্য কৃষি সমবায় পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট কিছু বিপণন সংস্থার সাথে চুক্তি করে নিতে পারে, যাতে করে বিপণন সহজ হয়।

পরিচ্ছেদ-৪ : সমবায় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২০৭

প্রশ্ন ১৩। কৃষি সমবায়ের ক্ষেত্রে সমবায় সংগঠন কেন প্রয়োজন? [পাঠ্যবই পৃ.-২০৭]

উত্তর : কৃষি সমবায়ের ক্ষেত্রে সমবায় সংগঠন প্রয়োজন কারণ, সমবায় সংগঠন কৃষি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন সকল হিসাব পাই পাই রক্ষা করে। প্রত্যেক সমবায়ীর বিনিয়োগের পরিমাণ অনুযায়ী মুনাফা বণ্টনের দায়িত্ব পালন করে। সরকারের বা সরকারি বেসরকারি সেবা সংস্থাগুলোর অনুদান, ভর্তুকি, সেবা গ্রহণ করে এবং হিসাব রাখে। এমনকি কৃষিপণ্য ক্রেতা সংস্থা, কোম্পানি বা ব্যক্তির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি করে এবং তদানুযায়ী ব্যবসা করে।

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় A+ গ্রেড জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

১ম পরিচ্ছেদ কৃষি সমবায়ের ধারণা ও গুরুত্ব

প্রশ্ন ১। সমবায় কী?
[রা. বো. '২৪; রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ বোর্ড '২০২০]
উত্তর : সমউদ্দেশ্য নিয়ে একজোট হয়ে কোনো কাজ করাকে সমবায় বলে।

প্রশ্ন ২। কৃষি সমবায় কী?
[ঢা. বো., চ. বো., দি. বো., ম. বো. '২৪; সকল বোর্ড-২০১৮]
উত্তর : কৃষিকাজ (উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিপণন) সম্পন্ন করতে এবং কৃষি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সকল কৃষকের সম্মিলিত প্রয়াসকেই কৃষি সমবায় বলে।

প্রশ্ন ৩। মানুষ একই উদ্দেশ্যে জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করাকে কী বলে?
[সকল বোর্ড '১৯]
উত্তর : মানুষ একই উদ্দেশ্যে জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করাকে সমবায় বলে।

প্রশ্ন ৪। কৃষি সমবায়ের মূল ভিত্তি কী? [আনন্দময়ী ক্যাডেমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা]
উত্তর : কৃষি সমবায়ের মূলভিত্তি হলো— প্রত্যেক সমবায়ী কৃষক তার জমি ও পুঁজির আনুপাতিক হারে মুনাফার শরিকানা লাভ করবেন।

প্রশ্ন ৫। সমবায়ের মাধ্যমে বীজ, সার, ঔষধ ইত্যাদি সংগ্রহ করা কোন ধরনের সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত? [বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল]
উত্তর : সমবায়ের মাধ্যমে বীজ, সার, ঔষধ ইত্যাদি সংগ্রহ করা কৃষি উপকরণ সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ৬। কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সমবায় কী?
উত্তর : পণ্যমূল্য নির্ধারণ, ভর্তুকি গ্রহণ, কৃষিপণ্য বিক্রয় এবং এতদসংক্রান্ত হিসাব রক্ষা করা হলো কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সমবায়।

প্রশ্ন ৭। পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি বলতে কী বোঝ?
উত্তর : যেসব কৃষি প্রযুক্তি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী তাদের পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি বলে। যেমন— সমন্বিত বালাইনাশক।

প্রশ্ন ৮। কৃষকদের নিজস্ব পেশাগত সংগঠন কী?
উত্তর : কৃষকদের নিজস্ব পেশাগত সংগঠন হলো— সমবায়।

প্রশ্ন ৯। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কোন সমবায়টি অধিক কার্যকর?
উত্তর : কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কৃষি উপকরণ সমবায়টি অধিক কার্যকর।

২য় পরিচ্ছেদ কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার

প্রশ্ন ১০। কৃষি উপকরণ কী? [মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
উত্তর : কৃষিকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ যেমন— বীজ, সার ঔষধ, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, গুদাম ইত্যাদিকে কৃষি উপকরণ বলে।

প্রশ্ন ১১। প্রান্তিক কৃষক কাকে বলে?
[পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, পটুয়াখালী]
উত্তর : যেসব কৃষকের জমির পরিমাণ ১ হেক্টরের নিচে তাদেরকে প্রান্তিক কৃষক বলা হয়।

প্রশ্ন ১২। কৃষি আধুনিকায়নের জন্য কী করা প্রয়োজন?
[বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল]
উত্তর : কৃষি আধুনিকায়নের জন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণ করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ১৩। কৃষিঋণ কী? [রাজবাড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজবাড়ি]
উত্তর : কৃষিকাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কোনো আর্থিক বা ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান থেকে যে টাকা নেওয়া হয় সেটাকে কৃষিঋণ বলে। যেমন— কৃষি ব্যাংক কৃষিঋণ দেয়।

প্রশ্ন ১৪। কৃষিকাজের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ পানি কোনটি?
উত্তর : কৃষিকাজের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ পানি হলো জলাধারে সঞ্চিত পানি।

প্রশ্ন ১৫। কোন ধরনের সমবায়কে ঋণদাতা সংস্থা ঋণ দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে?
উত্তর : রেজিস্ট্রিকৃত কৃষি সমবায় হলে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ঋণ দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকে।

৩য় পরিচ্ছেদ কৃষি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন

প্রশ্ন ১৬। কৃষিপণ্য উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য কী?
[দিনাজপুর জিলা স্কুল, দিনাজপুর]
উত্তর : কৃষিপণ্য উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য হলো লাভ বা মুনাফা অর্জন করা।

প্রশ্ন ১৭। ধান, গম, ভুট্টা কীভাবে গুদামজাত করতে হয়?
উত্তর : ধান, গম, ভুট্টা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শুকানোর পর বায়ুরোধক পাত্রে রেখে গুদামজাত করতে হয়।

প্রশ্ন ১৮। পণ্য নিরাপদ পরিবহনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি?
উত্তর : পণ্য নিরাপদ পরিবহনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো— যথাযথ প্যাকিং।

প্রশ্ন ১৯। কৃষিপণ্য উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য কী?
উত্তর : কৃষিপণ্য উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন।

৪র্থ পরিচ্ছেদ সমবায় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন ২০। সমবায় সংগঠন কী? [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]
উত্তর : একই উদ্দেশ্যে একজোট হয়ে কোনো কাজ করার জন্য যে সংগঠন গঠন করা হয় তাকে সমবায় সংগঠন বলা হয়।

প্রশ্ন ২১। কিসের অভাবে সমবায়ের মৃত্যু ঘটে?
[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
উত্তর : স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে সমবায়ের মৃত্যু ঘটে।

প্রশ্ন ২২। কৃষি সমবায় কোন ধরনের কার্যক্রম?
উত্তর : কৃষি সমবায় হলো একটি সমন্বিত কার্যক্রম।

প্রশ্ন ২৩। সমবায়ে কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকলে কী ঘটতে পারে?
উত্তর : সমবায়ে কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকলে সমবায়টির অকাল মৃত্যু ঘটতে পারে।

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

১ম পরিচ্ছেদ কৃষি সমবায়ের ধারণা ও গুরুত্ব

প্রশ্ন ১। "দশের লাঠি একের বোঝা" –উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২৪]

উত্তর : "দশের লাঠি একের বোঝা" বলতে বুঝায়– একজনের পক্ষে যে কাজ অবহনযোগ্য বোঝা, দশজন একত্র হলে সেই বোঝা সহজেই বহনযোগ্য হতে পারে। কৃষি ক্ষেত্রে "দশের লাঠি, একের বোঝা" প্রবাদটি প্রযোজ্য। কারণ বাংলাদেশের কৃষকরা এখনো দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। তাদের একার পক্ষে কৃষির আধুনিক সুবিধাগুলো গ্রহণ করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও লাভবান হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তারা যদি জোটবদ্ধ হয়ে সমবায় গঠনের মাধ্যমে অর্থাৎ "দশের লাঠিকে একের বোঝা" বানিয়ে কৃষিকাজ করে তবে তাদের পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি করে লাভবান হওয়া সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ২। কৃষি সমবায়ের উদ্দেশ্য কি? [ঢা. বো. '২৪; সকল বোর্ড-২০১৮]

উত্তর : কৃষি সমবায়ের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ–

১. সমবায়ী কৃষককে তার জমি ও পুঁজির অনুপাতে লাভের সঠিক বন্টন নিশ্চিতকরণ।
২. কৃষকের আর্থিক ক্ষতি ও হঠাৎ বিপর্যয় এড়ানোর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণকরণ।
৩. সমন্বিত বাজার ব্যবস্থা ও উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ।
৪. পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারকরণ।
৫. উচ্চ মুনাফা অর্জনে পদক্ষেপ গ্রহণকরণ।

প্রশ্ন ৩। কৃষি সমবায় কৃষি ঋণ প্রাপ্তির জন্য কীভাবে সহায়ক? ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. '২৪; রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, গাজীপুর]

উত্তর : কৃষিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ যথা সময়ে নিরাপদে প্রাপ্তি কৃষির জন্য খুবই সহায়ক। কৃষকরা এতে খুব সহজে আর্থিক সহায়তা পায়। কিন্তু কৃষকদের এককভাবে কৃষিঋণ পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু রেজিস্ট্রিকৃত সমবায় হলে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ঋণ দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে।

প্রশ্ন ৪। আধুনিক কৃষি ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে কেন? [ব. বো. '২৪; বগুড়া জিলা স্কুল]

উত্তর : কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় কৃষি বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক কৃষিতে উন্নত যন্ত্রপাতি, সার ও বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। অধিক উৎপাদন ও ভালো ফলনের আশায় ব্যয়বহুল রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে কৃষি ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে।

প্রশ্ন ৫। কোন ক্ষেত্রে "দশের লাঠি, একের বোঝা" প্রবাদটি প্রযোজ্য – ব্যাখ্যা কর। [সকল বোর্ড '১৯]

উত্তর : কৃষি ক্ষেত্রে "দশের লাঠি, একের বোঝা" প্রবাদটি প্রযোজ্য। কারণ বাংলাদেশের কৃষকরা এখনো দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। তাদের একার পক্ষে কৃষির আধুনিক সুবিধাগুলো গ্রহণ করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও লাভবান হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তারা যদি জোটবদ্ধ হয়ে সমবায় গঠনের মাধ্যমে অর্থাৎ "দশের লাঠিকে একের বোঝা" বানিয়ে কৃষিকাজ করে তবে তাদের পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি করে লাভবান হওয়া সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ৬। সমবায় ব্যবস্থায় সবাইকে সক্রিয় হতে হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা]

উত্তর : সমবায় ব্যবস্থা একটি সমন্বিত কার্যক্রম। এতে প্রত্যেকের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। কাজের চূড়ান্ত ফলাফল পাওয়ার জন্য একে অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকে। এ কার্যক্রমে সকলের আলাদা আলাদা কাজ ভাগ করা থাকে। তাই কারো নিষ্ক্রিয়তায় অন্যের কাজের উপর প্রভাব পড়ে। ফলে কাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। অবশেষে চূড়ান্ত ফলাফলে ব্যাঘাত ঘটে। তাই সমবায় ব্যবস্থায় সকল সদস্যকেই সক্রিয় হতে হয়।

২য় পরিচ্ছেদ কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার

প্রশ্ন ৭। দরিদ্র কৃষকগণকে পুঁজির সহায়তা সৃষ্টির জন্য উত্তম প্রক্রিয়া কোনটি? ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. '২৪]

উত্তর : দরিদ্র কৃষকগণকে পুঁজির সহায়তা সৃষ্টির জন্য উত্তম প্রক্রিয়া 'কৃষি সমবায়'। সাধারণত বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষকেরা বেশির ভাগই দরিদ্র। পুঁজি সংকটের কারণে তারা কৃষির আধুনিক সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারে না। যে কারণে তারা আশানুরূপ উৎপাদনও পায় না। পুঁজি সংকটে থাকা এই সব গ্রামীণ কৃষকদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী পদক্ষেপ হলো কৃষি সমবায় গঠন করে কৃষি কাজ পরিচালনা করা। কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে দরিদ্র কৃষকগণ তাদের পুঁজি সংকট বিষয়ক সমস্যাটি সমাধান করতে পারে।

প্রশ্ন ৮। রেজিস্ট্রিকৃত কৃষি সমবায় হলে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ঋণ দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে কেন? ব্যাখ্যা কর। [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : রেজিস্ট্রিকৃত কৃষি সমবায় হলে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ঋণ দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কারণ রেজিস্ট্রিকৃত সমবায়ে ঋণ গ্রহীতার নিবন্ধনকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। এতে ঋণের অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়।

৩য় পরিচ্ছেদ কৃষি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন

প্রশ্ন ৯। কৃষি কাজের জন্য অর্থসংকটে থাকা গ্রামীণ কৃষকদের জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর।

[রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২০]

উত্তর : বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষকরা বেশির ভাগই দরিদ্র। অর্থসংকটের কারণে তারা কৃষির আধুনিক সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারে না। যে কারণে তারা আশানুরূপ উৎপাদনও পায় না। অর্থসংকটে থাকা এইসব গ্রামীণ কৃষকদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী পদক্ষেপ হলো কৃষি সমবায় গঠন করে কৃষি কাজ পরিচালনা করা। কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকরা খুব সহজেই তাদের কৃষি বিষয়ক সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

প্রশ্ন ১০। ফসলের বাম্পার ফলন কৃষকের কী সমস্যার সৃষ্টি করে তা ব্যাখ্যা কর। [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : ফসলের বাম্পার ফলন হলে ফসলের দাম পড়ে যায়। কোনো কোনো সময় এতোটাই পড়ে যায় যে উৎপাদন ব্যয়ও উঠে আসে না। যদি এলাকায় কৃষকদের নিজস্ব ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও বড় গুদাম থাকতো তাহলে এ আর্থিক ক্ষতি এড়ানো যেত।

৪র্থ পরিচ্ছেদ সমবায় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন ১১। কৃষি সমবায় কীভাবে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে মুনাফা বন্টন করবে?

উত্তর : সমবায়কে কৃষি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনের সকল হিসাব পাই পাই করে রক্ষা করতে হবে। সাথে সাথে মুনাফা প্রত্যেক সমবায়ীর বিনিয়োগের পরিমাণ অনুযায়ী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সুষ্ঠু বন্টন করতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখনফল ও বিষয়বস্তুর ধারায় A+ গ্রেড সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১০

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত

প্রশ্ন ১ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

পরিমল বাবু, গোমেজ বাবু যশোর জেলার মনিপুর গ্রামের বাসিন্দা। বসতবাড়ি ব্যতীত তাদের সামান্য আবাদি জমি রয়েছে। তাদের প্রতিবেশী কৃষকদেরও একই অবস্থা। ফলে সকলেই সাংসারিক খরচ চালাতে হিমশিম খান। যুব উন্নয়ন কর্মীর পরামর্শে পরিমল বাবুর নেতৃত্বে উক্ত গ্রামের কৃষকরা সমবায় সমিতি গঠন করে কৃষিঋণ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করলেন। অপরদিকে গোমেজ বাবুর নেতৃত্বে সমবায়ের মাধ্যমে 'ফুল নার্সারি' স্থাপন করে বিভিন্ন কাজে সবাই নিয়োজিত হয়ে গেলেন। এতে অল্প সময়েই তারা আয়ের মুখ দেখতে পেলেন।

ক. কৃষি সমবায় কাকে বলে? ১

খ. সমবায় ব্যবস্থা কীভাবে অপরকে সক্রিয় হতে শেখায় ব্যাখ্যা কর। ২

গ. পরিমল বাবুর গৃহীত কার্যক্রমের ধারা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঞ্চলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে গোমেজ বাবুর নেতৃত্বের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক কৃষিকাজ (উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিপণন) সম্পন্ন করতে এবং কৃষি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সকল কৃষকের সম্মিলিত প্রয়াসকেই কৃষি সমবায় বলে।

খ সমবায় এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে সকলের জন্য অংশীদারিত্বের পরিমাণ ভাগ করা থাকে। অংশীদারিত্ব অনুসারে মুনাফা অর্জন সম্ভব। সাথে সাথে সকলের জন্য কাজের পরিমাণ নির্দিষ্টভাগে ভাগ করা থাকে। যেখানে প্রতিটি কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা করতে হয়। তাই অংশীদারিকে তার কাজ সঠিক ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে হয়। একই সাথে যে কাজ একার পক্ষে সম্ভব নয় সে কাজ সমবায়ের মাধ্যমে খুব সহজেই সম্পন্ন করা যায়। সমবায় এসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই অপরকে সক্রিয় হতে শেখায়।

গ পরিমল বাবু যশোর জেলার মনিপুর গ্রামের বাসিন্দা। বসত বাড়ি ব্যতীত তাদের সামান্য আবাদি জমি আছে। এছাড়া তাদের প্রতিবেশী কৃষকদেরও একই অবস্থা। ফলে সকলেই সাংসারিক খরচ চালাতে হিমশিম খান। যুব উন্নয়ন কর্মীর পরামর্শে পরিমল বাবুর নেতৃত্বে গ্রামের কৃষকরা সমবায় সমিতি গঠন করে কৃষিঋণ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে। সমবায়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষিঋণ যথাসময়ে নিরাপদে প্রাপ্তির জন্য সহায়ক হয়। রেজিস্ট্রিকৃত সমবায় হলে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ঋণ দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তাই পরিমল বাবু প্রথমেই তাদের সমবায়টিকে রেজিস্ট্রিকৃত করে নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সরকারি ও বেসরকারি দাতা সংস্থাগুলো তখনই সমবায় ঋণ দিতে আগ্রহী হবে যখন প্রথমত, ঋণ গ্রহীতার নিবন্ধনকৃত পরিচয়পত্র থাকবে, দ্বিতীয়ত, ঋণ থেকে প্রাপ্ত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহারের নিশ্চয়তা থাকবে, তৃতীয়ত, ঋণগ্রহীতা যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা দিতে পারবে। তাই পরিমল বাবু ঋণ প্রাপ্তির জন্য উপরে উল্লিখিত কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পন্ন করলেন। যা তাদের সমবায়ের ঋণপ্রাপ্তির জন্য সহায়ক হলো।

ঘ যশোর জেলার মনিপুর গ্রামের বাসিন্দা গোমেজ বাবু গ্রামের কৃষকদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে তার নেতৃত্বে সমবায়ের মাধ্যমে 'ফুল নার্সারি' স্থাপন করলেন এবং সাথে সাথে সবাই বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হয়ে গেলেন। যশোর জেলার মাটি, আবহাওয়া, পরিবেশ সবকিছু ফুল চাষের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশের উৎপাদিত ফুলের অর্ধেকেরও বেশি ফুল উৎপাদিত হয় যশোর জেলায়। তাই প্রথমত গোমেজ বাবুর ফুল চাষের সিদ্ধান্ত যথার্থই ছিল। সমবায়ের মাধ্যমে তারা ফুল বাগান স্থাপনের পর সকলে বিভিন্ন কাজ যেমন— উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনের কাজে নিয়োজিত হয়ে গেলেন। গোমেজ বাবুর নেতৃত্বে কিছু কৃষক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সেচ, কীটনাশক ও পরিচর্যার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। কিছু কৃষক ফুল সংগ্রহ করে সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। আর কিছু কৃষক বিপণনের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা করলেন। এ ছাড়াও গোমেজ বাবু কিছু কৃষককে বিভিন্ন বিপণন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে চুক্তি করতে বললেন। সবধরনের কাজ যদি তারা সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারে তাহলে নিঃসন্দেহে অনেক লাভবান হতে পারবেন। যা কৃষকদের আয় অনেকগুণে বৃদ্ধি করে দিবে। তাই বলা যায় যে, গ্রামের কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে গোমেজ বাবুর নেতৃত্ব যথার্থই ছিল।

বোর্ড, স্কুল ও মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

১ম পরিচ্ছেদ — কৃষি সমবায়ের ধারণা ও গুরুত্ব

প্রশ্ন ২ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২৪

পিরপুর গ্রামের সকল কৃষকদের অল্প পরিমাণ জমি থাকার কারণে ফসল চাষে তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। কৃষি কর্মকর্তা সকল কৃষককে একত্রিত করে কৃষি সমবায়ের ধারণা দেন এবং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। অগ্রগামী কৃষক রফিকের নেতৃত্বে তারা কৃষি সমবায় গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ক. কৃষি সমবায় কী? ১

খ. কৃষি সমবায়ের উদ্দেশ্যগুলো লেখ। ২

গ. পিরপুর গ্রামের কৃষকরা কীভাবে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষকদের উদ্যোগটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

▸ শিখনফল ১ ও ২

২নং প্রশ্নের উত্তর :

ক কৃষিকাজ (উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিপণন) সম্পন্ন করতে এবং কৃষি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সকল কৃষকের সম্মিলিত প্রয়াসকেই কৃষি সমবায় বলে।

খ কৃষি সমবায়ের উদ্দেশ্য হলো কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন, উপকরণ সংগ্রহ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ উৎপাদন, সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ, পণ্যমূল্য নির্ধারণ, পরিবহন এবং বাজারজাতকরণ ইত্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা। কৃষি সমবায় যেমন উচ্চ মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করে তেমনি কৃষককে হঠাৎ বিপর্যয় সহনশীলতাও জোগায়।

গ উদ্দীপকে পিরপুর গ্রামের কৃষকদের নিজস্ব জমির পরিমাণ কম। তাই তারা কৃষি সমবায়ের মতো সংগঠন তৈরি করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

যেকোনো ক্ষেত্রে একজনের কাজ দশজনে মিলে করলে তা সহজ হয়ে যায়। একজন ব্যক্তির পক্ষে যে বোঝাটি অবহনযোগ্য, দশজন ব্যক্তি একত্র হলে সেই বোঝাটি সহজে বহন করা যায়। যদি বোঝাটি খুলে দশজনের কাছে দেওয়া হয় তা লাঠি হিসেবেও কাজ করে। কৃষিক্ষেত্রে সম্মিলিত কাজ অর্থাৎ কৃষি সমবায় এর উজ্জ্বল উদাহরণ। কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃষি সমবায় কৃষকদের সক্ষম করে তুলতে পারে। পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তিসমূহ একজনের পক্ষে ব্যবহার করা খুবই ব্যয়বহুল। তাই সমবায় পদ্ধতিতে সহজেই এগুলোর উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যেতে পারে। পিরপুর গ্রামের কৃষকরাও সমবায় গঠনের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে কৃষি উপকরণ ক্রয়, কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনের কাজগুলো করতে পারবে। এতে করে একদিকে যেমন তারা উচ্চ মুনাফা অর্জন করতে পারবে তেমনি কৃষকদের হঠাৎ বিপর্যয় সহনশীলতাও আসবে।

অর্থাৎ উপরোক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, পিরপুর গ্রামের কৃষকরা কৃষি সমবায় গঠনের মধ্যে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে পিরপুর গ্রামের কৃষকরা তাদের সামান্য জমি কাজে লাগিয়ে যেন লাভবান হতে পারেন সেজন্য কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে কৃষি সমবায় গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নিচে কৃষকদের উদ্যোগটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করা হলো—

কৃষি সমবায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারে কৃষকদের সক্ষম করে তুলতে পারে। পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তিসমূহ যেমন— শস্যপর্যায় অবলম্বন, নিবিড় ও সমন্বিত চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার, সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতি ব্যবহার করে ফসলের নিরাপত্তা বিধান, যান্ত্রিক উপায়ে ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহ-উত্তর পরিচর্যা, পরিবহন, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন সকল ক্ষেত্রেই কৃষি সমবায় উচ্চমাত্রার সক্ষমতা এনে দিতে পারে এবং এভাবে উচ্চ মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করতে পারে। তদুপরি কৃষি সমবায় কৃষককে হঠাৎ বিপর্যয় সহনশীলতাও জোগায়। উদ্দীপকে পিরপুর গ্রামের কৃষকরা অল্প পরিমাণ জমিতে এককভাবে ফসল চাষে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। কিন্তু তারা যদি সমবায় গঠনের মাধ্যমে কৃষিকাজ পরিচালনা করেন তবে বিভিন্ন সমস্যা সহজেই সমাধান করে কাঙ্ক্ষিত ফসলের ফলন লাভে সক্ষম হবে। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, পিরপুর গ্রামের কৃষকদের কৃষি সমবায় গঠনের উদ্যোগটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ৩ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৪

সুনামগঞ্জের হাওড় অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকগণ বছরে শুধুমাত্র বোরো ফসলটিই উৎপাদন করে থাকেন। প্রায়শই বৈশাখ মাসে ধান কাটার লোকের অভাবে তাদের জমির ফসলগুলো পাহাড়ি বন্যার কবলে পড়ে নষ্ট হয়। কানাডা প্রবাসী কৃষি খামারে কর্মরত নিয়াজ দেশে এসে তাদের এই অসহায়ত্ব দেখে গ্রামবাসীদের নিয়ে একত্রে বসেন এবং কিছু নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসলগুলোকে নষ্টের হাত থেকে রক্ষা করেন।

ক. সমবায় কী? ১

খ. "দশের লাঠি একের বোঝা" —উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ধানকাটা লোকের অভাব পূরণে নিয়াজ কোন ধরনের উদ্যোগ নিয়ে থাকতে পারেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অত্র এলাকার লোকজন আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক সমউদ্দেশ্য নিয়ে একজোট হয়ে কোনো কাজ করাকে সমবায় বলে।

খ "দশের লাঠি একের বোঝা" বলতে বুঝায়— একজনের পক্ষে যে কাজ অবহনযোগ্য বোঝা, দশজন একত্র হলে সেই বোঝা সহজেই বহনযোগ্য হতে পারে। কৃষি ক্ষেত্রে "দশের লাঠি, একের বোঝা" প্রবাদটি প্রযোজ্য; কারণ বাংলাদেশের কৃষকরা এখনো দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। তাদের একার পক্ষে কৃষির আধুনিক সুবিধাগুলো গ্রহণ করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও লাভবান হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তারা যদি জোটবদ্ধ হয়ে সমবায় গঠনের মাধ্যমে অর্থাৎ "দশের লাঠিকে একের বোঝা" বানিয়ে কৃষিকাজ করে তবে তাদের পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি করে লাভবান হওয়া সম্ভব হবে।

গ ধানকাটা লোকের অভাব পূরণে নিয়াজ যে ধরনের উদ্যোগ নিয়ে থাকতে পারেন তা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো—

সুনামগঞ্জ এলাকার কৃষকরা এককভাবে মাঠ ফসল উৎপাদন করে ঢল বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এককভাবে চাষ করার ফলে এক্ষেত্রে কৃষকের একার পক্ষে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন সম্ভব হচ্ছে না তেমনি কৃষক এককভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে কানাডা প্রবাসী কৃষিখামারে কর্মরত নিয়াজের সহায়তায় কৃষকেরা সমবেতভাবে কৃষিজ উৎপাদনের পদক্ষেপ নেয়। এ পদক্ষেপের মাধ্যমে কৃষকরা সম্মিলিতভাবে ফসল চাষ ও ধান কাটার আধুনিক যন্ত্র সংগ্রহ করে সহজেই ধান কাটতে পারবে। ফলে বন্যায় তাদের ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমবে। তাছাড়া কৃষকদের এ পদক্ষেপ তাদের হঠাৎ বিপর্যয় সহনশীলতা কাটিয়ে ওঠতে সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে কৃষকগণ যেহেতু সমবেতভাবে ফসল চাষ করবে তাই বন্যার কবল থেকে ফসল রক্ষায় তারা সমবেতভাবে বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালাতে পারবে। তাছাড়া এর মাধ্যমে কোনো কৃষক এককভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বলে কৃষকের সর্বস্বান্ত হওয়ারও সম্ভাবনা নেই।

সুতরাং সুনামগঞ্জ এলাকার কৃষকদের জন্যে নিয়াজের পদক্ষেপটি একটি যথাযথ কৃষি উৎপাদন সমবায় কার্যক্রম।

ঘ সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকার ক্ষুদ্র কৃষকগণ শুধুমাত্র বোরো ফসল উৎপাদন করে থাকেন। আবার এই ফসলও পাহাড়ি বন্যায় নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায় ঐ এলাকার ক্ষুদ্র কৃষকগণ তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। তারা যেহেতু বন্যা অঞ্চলে বসবাস করেন, তাই তারা বোরো ধানের পাশাপাশি আগাম পাকে এমন জাতের ধান চাষ করে তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যার তীব্রতা, স্থায়িত্ব ও ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সুনামগঞ্জ এলাকা প্রতিবছর বোরো মৌসুমে বন্যা কবলিত হয়। এ সময় এসব অঞ্চলের হাজার হাজার একর জমির পাকা বোরো ধান কর্তনের আগেই ঢল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সমস্যা সমাধানে উক্ত এলাকার কৃষকগণ প্রচলিত ফসলের জাতের চেয়ে আগাম পাকে এমন জাতের ফসল হিসেবে ব্রি ধান ২৮ ও ৪৫ চাষ করতে পারেন। এ কৌশলের ফলে তারা যথাসময়ে পাকা ধান ঘরে তুলতে সক্ষম হবেন এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন।

এছাড়া সমবায় কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষি কার্যক্রম পরিচালনা করে ধান ফসলের সর্বোচ্চ ফলন নিশ্চিত করতে পারে।

প্রশ্ন ৪ ▸ ঢাকা, যশোর, কুমিল্লা ও সিলেট বোর্ড ২০২০

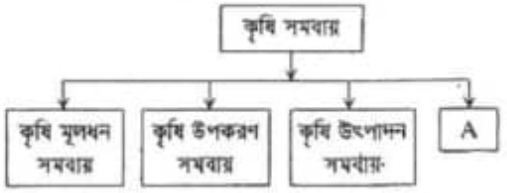

ক. এয়ার ড্রাইং কী? ১

খ. উপকূলীয় বনায়নের ১টি উপযোগিতা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'A' চিহ্নিত সমবায়ের কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে উদ্দীপকের সমবায়গুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক গাছ কেটে চিরাই করার পর বাতাসে কাঠ শুকানোকে এয়ার ড্রাইং বলে।

খ উপকূলীয় বনায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপযোগিতা হলো এর পরিবেশগত উপযোগিতা এ বনাঞ্চলের বৃক্ষরাজি উপকূল অঞ্চলের ভূমিক্ষয় রোধ করে। ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। ভূনিম্নস্তর পানির স্তর বৃদ্ধি করে। এ বনাঞ্চল মানুষ, পাখি, জীবজন্তু ও পোকামাকড়ের নিরাপদ আবাস তৈরি ও রক্ষা করে এবং খাদ্যের যোগান দেয়। ফলে এ এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় থাকে।

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত ছকে 'A' চিহ্নিত সমবায়টি হলো কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সমবায়। নিচে সমবায়টির কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা হলো—
কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সমবায়ের কার্যক্রমগুলো হলো পণ্যমূল্য নির্ধারণ, ভর্তুকি গ্রহণ, কৃষিপণ্য বিক্রয় এবং এতদসংক্রান্ত হিসাব রক্ষা। কৃষিপণ্য বাজারজাত করার সময় সমবায় থেকে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য সরকারি বা বেসরকারি সেবা সংস্থাগুলো থেকে সমবায় প্রয়োজনীয় ভর্তুকি গ্রহণ করে। সমবায় কৃষিপণ্য বিক্রয় করে এবং বিক্রির হিসাব রাখে। সমবায় কৃষিপণ্য বিক্রয়ের পাই পাই হিসাব রেখে মুনাফা বিনিয়োগের পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টন করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের ছকে উল্লিখিত সমবায়গুলো হলো কৃষি সমবায়। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে কৃষি সমবায় খুবই জরুরি। নিচে এ সম্পর্কে মতামত উপস্থাপন করা হলো—
কৃষি সমবায়ের ফলে কৃষিকাজে অনেক উন্নতি ঘটবে। কৃষি কাজে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। কারণ এসকল প্রযুক্তি অনেক ব্যয়বহুল। তাই দরিদ্র কৃষকদের একার পক্ষে এসকল প্রযুক্তি ব্যবহার সম্ভব হয় না। তাই কৃষি সমবায় গঠন করে কয়েকজন কৃষক মিলে সহজেই বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে। এতে কৃষিকাজের উন্নয়ন এমনকি আমূল পরিবর্তন হতে পারে। আবার, কৃষি সমবায়ের ফলে কৃষকরা একা প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে না। ফলে তাদের ফসল উৎপাদন কম হয়। কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকরা কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারছে। এতে তাদের মাথাপিছু খরচ কম হওয়ায় কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা অল্প সময়ে ও সহজে অধিক ফলন পেতে পারে। ফলে কৃষকের উন্নয়নে কৃষি সমবায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সৃজনশীল প্রশ্ন ৬

প্রশ্ন ৫ ▸ সকল বোর্ড ২০১৮

নিয়ামতি গ্রামের কৃষকদের নিজস্ব জমির পরিমাণ কম। তাই তারা সামান্য জমি কাজে লাগিয়ে তেমন লাভবান হতে না পেরে কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে কৃষি সমবায় গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ক. কৃষি সমবায় কী? ১
খ. কৃষি সমবায়ের উদ্দেশ্য কী? ২
গ. নিয়ামতি গ্রামের কৃষকরা কিভাবে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নিয়ামতি গ্রামের কৃষকদের উদ্যোগটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক কৃষিকাজ (উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিপণন) সম্পন্ন করতে এবং কৃষি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সকল কৃষকের সম্মিলিত প্রয়াসই কৃষি সমবায়।

খ কৃষি সমবায়ের উদ্দেশ্য হলো কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন, উপকরণ সংগ্রহ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ উৎপাদন, সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ, পণ্যমূল্য নির্ধারণ, পরিবহন এবং বাজারজাতকরণ ইত্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা। কৃষি সমবায় যেমন উচ্চ মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করে তেমনি কৃষককে হঠাৎ বিপর্যয় সহনশীলতাও জোগায়।

গ উদ্দীপকে নিয়ামতি গ্রামের কৃষকদের নিজস্ব জমির পরিমাণ কম। তাই তারা কৃষি সমবায়ের মতো সংগঠন তৈরি করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো—
যেকোনো ক্ষেত্রে একজনের কাজ দশজনে মিলে করলে তা সহজ হয়ে যায়। একজন ব্যক্তির পক্ষে যে বোঝাটি অবহনযোগ্য, দশজন ব্যক্তি একত্র হলে সেই বোঝাটি সহজে বহন করা যায়। যদি বোঝাটি খুলে দশজনের কাছে দেওয়া হয় তা লাঠি হিসেবেও কাজ করে। কৃষিক্ষেত্রে সম্মিলিত কাজ অর্থাৎ কৃষি সমবায় এর উজ্জ্বল উদাহরণ। কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃষি সমবায় কৃষকদের সক্ষম করে তুলতে পারে। পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তিসমূহ একজনের পক্ষে ব্যবহার করা খুবই ব্যয়বহুল। তাই সমবায় পদ্ধতিতে সহজেই এগুলোর উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যেতে পারে। নিয়ামতি গ্রামের কৃষকরাও সমবায় গঠনের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে কৃষি উপকরণ ক্রয়, কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনের কাজগুলো করতে পারবে। এতে করে একদিকে যেমন তারা উচ্চ মুনাফা অর্জন করতে পারবে তেমনি কৃষকদের হঠাৎ বিপর্যয় সহনশীলতাও আসবে।
অর্থাৎ উপরোক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, নিয়ামতি গ্রামের কৃষকরা কৃষি সমবায় গঠনের মধ্যে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে নিয়ামতি গ্রামের কৃষকরা তাদের সামান্য জমি কাজে লাগিয়ে যেন লাভবান হতে পারেন সেজন্য কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে কৃষি সমবায় গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নিচে কৃষকদের উদ্যোগটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করা হলো—
নিয়ামতি গ্রামের কৃষকরা তাদের সামান্য জমিতে উৎপন্ন ফসল ধরে রাখতে পারে না। বাম্পার ফলন হলে অনেক সময় ফসলের দাম পড়ে যায়। কোনো কোনো সময় এতটাই পড়ে যায় যে, উৎপাদন ব্যয়ও উঠাতে পারে না। তাছাড়া আধুনিক কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় কৃষি বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। আর একজন কৃষকের পক্ষে ওরকম ব্যয় বহন করা সম্ভব হয় না। কৃষি সমবায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারে কৃষকদের সক্ষম করে তুলতে পারে। পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তিসমূহ যান্ত্রিক উপায়ে ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা, পরিবহন, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন সকল ক্ষেত্রেই কৃষি সমবায় উচ্চমাত্রায় সক্ষমতা এনে দিতে পারে।
অর্থাৎ, উপরোক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, নিয়ামতি গ্রামের কৃষকদের কৃষি সমবায় গঠনের উদ্যোগটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ৬ ▸ বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

সাদিক সাহেব চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হওয়ার পর এলাকার উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি তার এলাকার ক্ষুদ্র কৃষকদের নিয়ে একটি কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করেন।

ক. কৃষি সমবায় কী? ১
খ. কীভাবে কৃষিঋণ পাওয়া সহজতর হয়? ২
গ. সাদিক সাহেবের সংগঠনটি তৈরিতে প্রাথমিকভাবে কী কাজ করতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উপর্যুক্ত সংগঠনটির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক কৃষিকাজ (উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিপণন) সম্পন্ন করতে এবং কৃষি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সকল কৃষকের সম্মিলিত প্রয়াসই কৃষি সমবায়।

খ সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিঋণ পাওয়া সহজতর হয়। আর রেজিস্ট্রিকৃত কৃষি সমবায় হলে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ঋণ দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কারণ ঋণ গ্রহীতার নিবন্ধনকৃত পরিচয় এবং ঋণের অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহারের একটা নিশ্চয়তা রয়েছে। সর্বোপরি যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম। এসব কারণে সমবায় থাকলে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান সহজে কৃষিঋণ দেয়। ফলে কৃষকদের জন্য তা সমবায়ের মাধ্যমে সহজতর হয়।

গ সাদিক সাহেবের সংগঠনটি হচ্ছে সমবায়। এ সংগঠনটি তৈরিতে প্রাথমিকভাবে যেসব কাজ করতে হবে তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—
১. কৃষি উৎপাদনে আগ্রহী ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ করা।
২. কৃষকদের জমি ও অর্থ সমবায়ে যুক্ত করা।

৩. সমবায়ের মূল শর্ত তথা বিধি-বিধান চূড়ান্ত করা।
৪. কৃষি সমবায়টিকে সমবায় অধিদপ্তরের নথিভুক্ত করা।
৫. কৃষিপণ্য উৎপাদনে উপজেলা কৃষি, পশু ও মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ।
৬. সমগ্র কৃষিকাজ, কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণনের ব্যবস্থা করা।
৭. মুনাফা প্রত্যেক সমবায়ীর বিনিয়োগের পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টন করা।
৮. সরকারি বা বেসরকারি সেবা সংস্থার অনুদান, ভর্তুকি গ্রহণের ব্যবস্থা করা।
৯. কৃষিপণ্যের ক্রেতা সংস্থার সাথে চুক্তি করা।
১০. সর্বোপরি কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ও পরিবেশবান্ধব চাষ নিশ্চিত করা।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত সংগঠনটি হলো কৃষি সমবায়। নিচে সংগঠনটির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হলো—

আমরা গ্রামাঞ্চলে দেখি যে কৃষকরা উৎপন্ন ফসল ধরে রাখতে পারে না। বাম্পার ফলন হলে অনেক সময় ফসলের দাম পড়ে যায়। কোনো কোনো সময় এতটাই পড়ে যায় যে, উৎপাদন ব্যয়ও উঠাতে পারে না। তাছাড়া আধুনিক কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় কৃষি বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। আর একজন কৃষকের পক্ষে ওরকম ব্যয় বহন করা সম্ভব হয় না। কৃষি সমবায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারে কৃষকদের সক্ষম করে তুলতে পারে। পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তিসমূহ যান্ত্রিক উপায়ে ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা, পরিবহন, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন সকল ক্ষেত্রেই কৃষি সমবায় উচ্চমাত্রায় সক্ষমতা এনে দিতে পারে।

সুতরাং উপরের আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, কৃষি উপকরণ ক্রয়, কৃষিপণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনে সংগঠনটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রশ্ন ৭ ▸ বিষয়বস্তু : কৃষি ও কৃষির উন্নয়নে কৃষি সমবায়ের গুরুত্ব

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর :

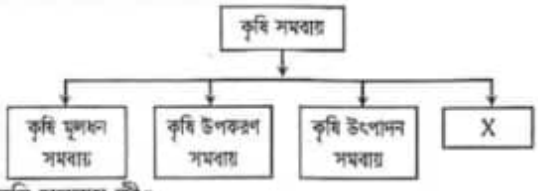

ক. কৃষি সমবায় কী? ১
খ. কৃষিঋণ পেতে সমবায় কীভাবে কৃষকদের সাহায্য করে? ২
গ. "X" চিহ্নিত সমবায়টির কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে উক্ত সমবায়গুলোর কী প্রয়োজন আছে? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

▸ শিখনফল ২ ও ৩

৭নং প্রশ্নের উত্তর :

ক কৃষিকাজ (উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিপণন) সম্পন্ন করতে এবং কৃষি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সকল কৃষকের সম্মিলিত প্রয়াসকেই কৃষি সমবায় বলে।

খ কৃষিঋণ প্রয়োজনীয় পরিমাণ যথাসময়ে নিরাপদে প্রাপ্তি কৃষির জন্য সহায়ক। রেজিস্ট্রিকৃত কৃষি সমবায় হলো ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ঋণ দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কারণ ঋণ গ্রহীতার নিবন্ধনকৃত পরিচয় এবং ঋণের অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহারের একটা নিশ্চয়তা রয়েছে। সর্বোপরি যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা সমবায় দিতে সক্ষম। তাই কৃষিঋণ প্রাপ্তিতে কৃষি সমবায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত ছকে 'X' চিহ্নিত সমবায়টি হলো কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সমবায়। নিচে সমবায়টির কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা হলো—

কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সমবায়ের কার্যক্রমগুলো হলো পণ্যমূল্য নির্ধারণ, ভর্তুকি গ্রহণ, কৃষিপণ্য বিক্রয় এবং এতদসংক্রান্ত হিসাব রক্ষা। কৃষিপণ্য বাজারজাত করার সময় সমবায় থেকে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য সরকারি বা বেসরকারি সেবা সংস্থাগুলো থেকে সমবায় প্রয়োজনীয় ভর্তুকি গ্রহণ করে। সমবায় কৃষিপণ্য বিক্রয় করে এবং বিক্রির হিসাব রাখে। সমবায় কৃষিপণ্য বিক্রয়ের পাই পাই হিসাব রেখে মুনাফা বিনিয়োগের পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টন করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের ছকে উল্লিখিত সমবায়গুলো হলো কৃষি সমবায়। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে কৃষি সমবায় খুবই জরুরি। নিচে এ সম্পর্কে মতামত উপস্থাপন করা হলো—

কৃষি সমবায়ের ফলে কৃষিকাজে অনেক উন্নতি ঘটবে। কৃষি কাজে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। কারণ এসকল প্রযুক্তি অনেক ব্যয়বহুল। তাই দরিদ্র কৃষকদের একার পক্ষে এসকল প্রযুক্তি ব্যবহার সম্ভব হয় না। তাই কৃষি সমবায় গঠন করে কয়েকজন কৃষক মিলে সহজেই বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে। এতে কৃষিকাজের উন্নয়ন এমনকি আমূল পরিবর্তন হতে পারে। আবার, কৃষি সমবায়ের ফলে কৃষকরা একা প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে না। ফলে তাদের ফসল উৎপাদন কম হয়। কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকরা কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারছে। এতে তাদের মাথাপিছু খরচ কম হওয়ায় কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা অল্প সময়ে ও সহজে অধিক ফলন পেতে পারে। ফলে কৃষকের উন্নয়নে কৃষি সমবায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২য় পরিচ্ছেদ কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার

প্রশ্ন ৮ ▸ যশোর বোর্ড ২০২৪

রানিনগর গ্রামের কৃষকগণ দীর্ঘদিন ধরে পানি সেচের অভাবে আশানুরূপ ফসল উৎপাদন করতে পারছিলেন না। তাদের এ সমস্যা সমাধানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব কবির সাহেবের সহযোগিতায় গড়ে তোলেন মাতৃমঙ্গল কৃষি সমবায় সমিতি। পরিবেশ বান্ধব ও লাগসই প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে রানিনগর গ্রামের কৃষকগণ আজ ঐ এলাকার আদর্শস্বরূপ।

ক. নার্সারি কী? ১
খ. পুকুরে সূর্যালোকের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব কবির সাহেবের কার্যক্রমটি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. রানিনগরের কৃষকদের আদর্শ দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। —উত্তরের সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

▸ শিখনফল ৩

৮নং প্রশ্নের উত্তর :

ক নার্সারি হলো এমন একটি স্থান যেখানে চারা স্থানান্তর ও রোপণের পূর্ব পর্যন্ত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

খ মাছ চাষে লাভবান হতে চাইলে পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন করতে সূর্যের আলো অপরিহার্য। পুকুরে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো না পৌঁছালে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হবে না। অর্থাৎ প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য মাছ চাষে পুকুরে সূর্যালোক প্রয়োজন।

গ কৃষিপণ্য উৎপাদনে পানি অপরিহার্য হলেও বাংলাদেশের অনেক এলাকায় পানির অভাব প্রকট। একক প্রচেষ্টায় পানির অভাবজনিত এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। কিন্তু কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি জমিতে পানির অভাব দূর করা সম্ভব। পানির অভাব দূরীকরণে বাংলাদেশে কৃষি কাজের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়, যা পরিবেশবান্ধব নয়। কৃষিপণ্য উৎপাদনে সবচেয়ে নিরাপদ পানি হলো জলাধারে সঞ্চিত পানি, যা পরিবেশবান্ধব। রানিনগর গ্রামের

কৃষকগণ কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে অনেক জমি একই ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসেন। সমবায়ীগণ সম্মত হয়ে কিছু জমিকে জলাধারে রূপান্তরিত করে বর্ষার পানি ধরে রাখেন যেন প্রয়োজনের সময় সেচের পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পারেন। বর্ষাকালে জলাধারে পানি সঞ্চয় করে সারাবছর ব্যবহার করা যায়। কৃষকগণ জলাধার থেকে পাম্পের সাহায্যে সেচ নালা বা পাইপের মাধ্যমে সমবায়ের আওতাধীন জমিগুলোতে স্বল্প অপচয়ে, কম খরচে সেচের পানি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন করেন। রানিনগর গ্রামের কৃষকগণ সমবায় সমিতির মাধ্যমে উপরিউক্ত পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি গ্রহণ করে সেচ সমস্যা দূর করে ফসল উৎপাদনে সফল হন।

ঘ কৃষিকাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে এবং কৃষি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য সমবায় পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর। কৃষি সমবায়গুলো সাধারণত এলাকাভিত্তিক বা আঞ্চলিক হয়। আধুনিক কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় কৃষি বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। কৃষি সমবায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারে কৃষকদের সক্ষম করে তুলতে পারে। পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তিসমূহ, যেমন– শস্য পর্যায় অবলম্বন, নিবিড় ও সমন্বিত চাষাবাদ পদ্ধতি এবং সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতি ব্যবহার করে ফসলের নিরাপত্তা বিধান, যান্ত্রিক উপায়ে ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহ উত্তর পরিচর্যা, পরিবহন, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন সকল ক্ষেত্রেই কৃষি সমবায় উচ্চমাত্রায় সক্ষমতা এনে দিতে পারে। আর এভাবে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকরা উচ্চ মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করতে পারেন। তদুপরি কৃষি সমবায় কৃষকদের হঠাৎ বিপর্যয়ে সহনশীলতা যোগায়।

রানিনগরের কৃষকদের কৃষি সমবায় গঠনের মাধ্যমে লাভজনক কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করার এ আদর্শ যদি দেশের অন্যান্য কৃষকরাও গ্রহণ করে তবে দেশের কৃষি উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত মাত্রাকেও ছাড়িয়ে যাবে। তাই বলা যায়, রানিনগরের কৃষকদের আদর্শ দেশের কৃষি ব্যবস্থাপনাকে একধাপ এগিয়ে নিবে।

প্রশ্ন ৯ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪

গত কয়েক বছর থেকে কৃষকগণ আবহাওয়ার দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবেলায় ফসলের সেচ, চাষ, ফসল সংগ্রহ প্রক্রিয়ায়, ফসল মজুদ সঙ্কট, যন্ত্রপাতির সঙ্কট ইত্যাদি পরিস্থিতিতে দরিদ্র কৃষকগণ প্রায়ই প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে চলেছে। এ অবস্থা নিয়ে স্থানীয় সংবাদপত্রে একটি সংবাদ প্রকাশ হলে উপজেলা কৃষি অফিস ও সমবায় অফিস যৌথভাবে এলাকার কৃষকগণকে নিয়ে যৌথ সভার আয়োজন করে। সভার কর্মকর্তাবৃন্দ, কিছু কিছু পরিস্থিতি মোকাবেলায় কিছু পরামর্শ প্রদান করেন।

ক. কৃষি সমবায় কাকে বলে? ১

খ. দরিদ্র কৃষকগণকে পুঁজির সহায়তা সৃষ্টির জন্য উত্তম প্রক্রিয়া কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কৃষকগণের উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে কোন ধরনের সমবায় সংগঠন তৈরি প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষি অফিস ও সমবায় অফিসের গৃহীত পদক্ষেপটি মূল্যায়ন কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৩

ক কৃষিকাজ (উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিপণন) সম্পন্ন করতে এবং কৃষি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সকল কৃষকের সম্মিলিত প্রয়াসকেই কৃষি সমবায় বলে।

খ দরিদ্র কৃষকগণকে পুঁজির সহায়তা সৃষ্টির জন্য উত্তম প্রক্রিয়া 'কৃষি সমবায়'। সাধারণত বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষকেরা বেশির ভাগই দরিদ্র। পুঁজি সংকটের কারণে তারা কৃষির আধুনিক সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারে না। যে কারণে তারা আশানুরূপ উৎপাদনও পায় না। পুঁজি সংকটে থাকা এই সব গ্রামীণ কৃষকদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী পদক্ষেপ হলো কৃষি সমবায় গঠন করে কৃষি কাজ পরিচালনা করা। কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে দরিদ্র কৃষকগণ তাদের পুঁজি সংকট বিষয়ক সমস্যাটি সমাধান করতে পারে।

গ উদ্দীপকে কৃষকগণ উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে 'কৃষি উপকরণ সমবায়' সংগঠন তৈরি করা প্রয়োজন। নিম্নে কৃষি উপকরণ সমবায় সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

কৃষি উপকরণ সমবায়ের কার্যক্রম হচ্ছে বীজ, সার, ঔষধ, যন্ত্রপাতি, পরিবহন, গুদাম ইত্যাদি সংগ্রহ ও ব্যবহার। উপকরণ সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকেরা সহজেই ফসলের বীজ, সার ও ঔষধ পেয়ে থাকে। এছাড়া যেসব যন্ত্রপাতি ব্যয়বহুল কিন্তু প্রয়োজন সেসব যন্ত্রপাতি উপকরণ সমবায়ের মাধ্যমে সরবরাহ করা যায়। এমনকি এই সমবায়ের মাধ্যমেই ফসলের জমিতে সেচের জন্য জলাশয় বা গভীর নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা করা যায়। কৃষি উপকরণ সমবায় কৃষকের পণ্য পরিবহনে এবং কৃষি ঋণ প্রাপ্তিতে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করে। এভাবেই কৃষি উপকরণ সমবায় কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

সুতরাং, কৃষি উপকরণ সমবায়ের মাধ্যমেই উদ্দীপকের কৃষকগণ তাদের প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে সহজেই কৃষিকাজ পরিচালনা করতে পারবে।

ঘ উদ্দীপকে কৃষি অফিস ও সমবায় অফিস প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য দরিদ্র কৃষকগণকে এক সাথে করে যৌথভাবে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করে পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য কিছু পরামর্শ প্রদান করেন। তাদের এ প্রচেষ্টাটি 'কৃষি সমবায়' নামে পরিচিত। কৃষি সমবায় একটি সমন্বিত কার্যক্রম। কৃষি সমবায়ের ফলে কৃষি কাজে অনেক উন্নতি ঘটবে। কৃষি কাজে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। কারণ এ সকল প্রযুক্তি অনেক ব্যয়বহুল। তাই দরিদ্র কৃষকদের একার পক্ষে এ সকল প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। তাই কৃষি সমবায় গঠন করে কয়েকজন কৃষক মিলে সহজেই বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবে। এতে কৃষিকাজের উন্নয়ন এমনকি আমূল পরিবর্তন হতে পারে।

উপরের বর্ণনার আলোকে বলা যায়, কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র কৃষকগণ প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাবে। উদ্দীপকের উপজেলা কৃষি অফিস ও সমবায় অফিস কৃষি সমবায়ের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামের জন্য অনুসরণীয়। বাংলাদেশের গ্রামের দরিদ্র কৃষকগণ উদ্দীপকের মতো কৃষি সমবায় গঠন করে যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারবে।

প্রশ্ন ১০ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪

নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

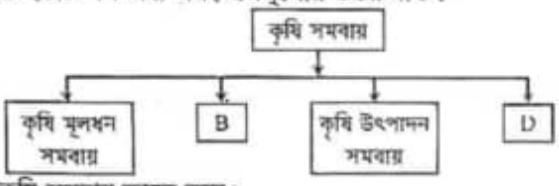

ক. কৃষি সমবায় কাকে বলে? ১

খ. কৃষি ঋণ প্রাপ্তিতে কৃষি সমবায় প্রয়োজন কেন? ২

গ. 'B' চিহ্নিত সমবায়টির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে 'D' চিহ্নিত সমবায়টির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৩

ক কৃষিকাজ (উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিপণন) সম্পন্ন করতে এবং কৃষি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সকল কৃষকের সম্মিলিত প্রয়াসকেই কৃষি সমবায় বলে।

খ কৃষিঋণ প্রয়োজনীয় পরিমাণ যথাসময়ে নিরাপদে প্রাপ্তি কৃষির জন্য সহায়ক। রেজিস্ট্রিকৃত কৃষি সমবায় হলে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ঋণ দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কারণ ঋণ গ্রহীতার নিবন্ধনকৃত পরিচয় এবং ঋণের অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহারের একটা নিশ্চয়তা রয়েছে। সর্বোপরি যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা সমবায় দিতে সক্ষম। তাই কৃষিঋণ প্রাপ্তিতে কৃষি সমবায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে 'B' চিহ্নিত সমবায়টি হলো কৃষি উপকরণ সমবায়। এই সমবায়ের অধীনে বীজ, সার, ঔষধ, যন্ত্রপাতি, পরিবহন, গুদাম ইত্যাদি সংগ্রহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। নিচে কৃষি উপকরণ সমবায়ের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা হলো—
সর্বনিম্ন এক হেক্টর জমি না হলে একটি লাভজনক কৃষি খামার পরিচালনা করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক এর চাইতে ক্ষুদ্রতর কৃষি জমির মালিক, সমবায়ের মাধ্যমে অনেক জমি একই ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা যায়। জলাধারে পানি বর্ষাকালে সঞ্চয় করে সারা বছর সেই পানি ব্যবহার সর্বোত্তম। বেশিরভাগ কৃষকেরই নিজস্ব জলাশয় নেই। কিন্তু উপকরণ সমবায়ের আওতায় জলাশয় তৈরি করে সমবায়ের আওতাধীন জমিগুলোতে স্বল্প অপচয়ে সেচের জন্য উত্তম পানি সরবরাহ করা যায়। কৃষির আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি কৃষকের পক্ষে একা ক্রয় করা সম্ভব হয় না, কিন্তু উপকরণ সমবায়ের মাধ্যমে যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয় করে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং উৎপাদন খরচ কমানো যায়। বীজ, সার, পালিত পশুপাখি মাছের খাদ্য এমনকি রোগবালাই নিবারক ঔষধের একটা বড় অংশ সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদন করা যায়। সরকারের কৃষি সেবা সংস্থাগুলোও বীজ, সার, ঔষধ সরবরাহ করে।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, কৃষি উপকরণ সমবায়ের কাজের পরিধি বিস্তর। এই সমবায়ের মাধ্যমে কৃষির প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা যায় তেমনি এ সকল উপকরণের সর্বোচ্চ লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

ঘ উদ্দীপকের 'D' চিহ্নিত সমবায়টি হলো কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সমবায়। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে এ সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা নিচে বর্ণনা করা হলো—
পণ্যমূল্য নির্ধারণ, ভর্তুকি গ্রহণ, কৃষিপণ্য বিক্রয় এবং এতদসংক্রান্ত হিসাব রক্ষা করা হলো কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সমবায়। এ সমবায়ে সমবায়ী পরিবারগুলোর এবং বাজারের চাহিদা অনুসারে পণ্যমূল্য নির্ধারণ করা হয়। কৃষি পণ্য সংগ্রহের পর সংরক্ষণ ও পরিবহনের জন্য কিছু কাজ, যেমন— বাছাই-ছাটাই, প্যাকেটজাতকরণ বা যথাযথ পাত্রে স্থাপন ইত্যাদি কাজও করে, যা পণ্যের মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও নিরাপদ পরিবহনের মাধ্যমে কৃষিপণ্য বিপণনে সাহায্য করে। পরিবহনের জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্ধারণ ও ব্যবস্থা কৃষকরা করতে পারে না, যা এ সমবায়ের মাধ্যমে করা সম্ভব। যেমন— শস্য পরিবহনের চটের বস্তা ব্যবহার করা যায় কিন্তু তা ফুল-ফলের পরিবহনের জন্য উপযুক্ত নয়। এ সকল পণ্য পরিবহনের জন্য প্রয়োজন বাঁশের বিশেষ টুকরি কিংবা হার্ডবোর্ড কাগজের বাক্স। তাছাড়া বিপণনের জন্য কৃষি সমবায় নির্দিষ্ট বিপণন সংস্থার সাথে আগে থেকেই চুক্তি সম্পন্ন করে রাখে, ফলে পণ্য উৎপাদনের ঝুঁকি ও সংরক্ষণের ঝামেলা অনেকাংশে হ্রাস পায়।
অতএব, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে 'D' চিহ্নিত সমবায়টি অর্থাৎ কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সমবায়টির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রশ্ন ১১ ▸ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪

গত বছর ভালো ফসল না পাওয়ায় নদোনা গ্রামের কৃষকরা একত্রিত হয়ে কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে "নদোনা কৃষি সমবায়" গড়ে তোলেন। কৃষি কর্মকর্তার সহযোগিতায় স্থানীয় কুঠির হাট কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি কাজ করে সফলতা লাভ করেন।

ক. কৃষি সমবায় কী? ১
খ. সমন্বিত চাষে ভূমির ব্যবহার দ্বিগুণ হয়— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির মাধ্যমে কৃষকগণ কী কী কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারবে তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে নদোনা গ্রামের কৃষকরা "আধুনিক কৃষির নাগাল পেল" —যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৩

ক কৃষিকাজ (উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিপণন) সম্পন্ন করতে এবং কৃষি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সকল কৃষকের সম্মিলিত প্রয়াসকেই কৃষি সমবায় বলে।

খ সমন্বিত চাষ পদ্ধতিতে একই জমিতে একই সময় একাধিক ফসল চাষ বা উৎপাদন করা হয়। অর্থাৎ প্রতিটি ফসল চাষের জন্য আলাদা সময়ে আলাদা যে জায়গার প্রয়োজন হয় তা সমন্বিত চাষ পদ্ধতিতে লাগে না। যেমন— পুকুরের মাছ ও হাঁস একত্রে চাষ করলে হাঁসের আবাসনের জন্য আলাদা যে জায়গা প্রয়োজন হতো তা লাগে না। এজন্য বলা হয় যে সমন্বিত চাষ পদ্ধতিতে জমির দ্বিগুণ ব্যবহার হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমবায় পদ্ধতিটি হলো কৃষি সমবায়। কৃষি সমবায় পদ্ধতি ব্যবহার করে যেসব কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারবে তা নিচে বর্ণনা করা হলো :
কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকগণ যে যে উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবে সেগুলো হচ্ছে— সার, ঔষধ, বীজ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সমবায় সংস্থার তার বাৎসরিক প্রয়োজন আগে থেকেই নির্ধারণ করতে পারে এবং কৃষি সেবাদানকারী সংস্থানগুলোকে সেই তথ্য জানিয়ে রাখলে তারা সরবরাহযোগ্য উপকরণগুলো সম্পর্কে ধারণা নিতে পারে। এরপরই সেই ধারণা অনুযায়ী কৃষি সেবাদানকারী সংস্থাগুলো যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে নদোনা গ্রামের কৃষকরা কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষিকাজ করে সর্বোচ্চ ফলন নিশ্চিত করতে সমর্থ হয়। কৃষিকাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে এবং কৃষি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য সমবায় পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর পন্থা। কৃষি সমবায়গুলো সাধারণত এলাকাভিত্তিক বা আঞ্চলিক হয়। আধুনিক কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় কৃষি প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারে কৃষকদের সক্ষম করে তোলা সম্ভব। পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তিসমূহ যেমন— শস্য পর্যায়, নিবিড় ও সমন্বিত চাষাবাদ পদ্ধতি এবং সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতি ব্যবহার করে ফসলের নিরাপত্তা বিধান, যান্ত্রিক উপায়ে ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহ-উত্তর পরিচর্যা, পরিবহন, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন সকল ক্ষেত্রেই কৃষি সমবায় উচ্চমাত্রার সক্ষমতা এনে দিতে পারে। আর এভাবে সমবায়ের মাধ্যমে নদোনা গ্রামের কৃষকরা উচ্চ মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে নদোনা গ্রামের কৃষকরা আধুনিক কৃষির নাগাল পেয়েছে উক্তিটি যথার্থ ও বাস্তবসম্মত।

প্রশ্ন ১২ ▸ রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২০

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেচ, চাষ, ফসল সংগ্রহ প্রক্রিয়ার সংকট, যন্ত্রপাতি সংকটে গ্রামের দরিদ্র কৃষকগণ যথেষ্ট প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় পড়া শেষে গ্রামে ফিরে এসে যুবক হারুন এমন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য গ্রামের আগ্রহী কৃষকগণকে ডেকে একসাথে আলোচনায় বসে এবং সর্বসম্মতিক্রমে যৌথভাবে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করে পরিস্থিতি উত্তরণে সম্মত হয়।

ক. সমবায় কী? ১
খ. কৃষি কাজের জন্য অর্থসংকটে থাকা গ্রামীণ কৃষকদের জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে দরিদ্র কৃষকগণকে পরিস্থিতি উত্তরণে কোন ধরনের সমবায় সংগঠন তৈরি করতে হবে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "যুবক হারুনের প্রচেষ্টা বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামের জন্য অনুসরণীয়" — বক্তব্যটির সপক্ষে যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৩

ক একই উদ্দেশ্যে এক জোট হয়ে কোনো কাজ করাকে সমবায় বলে।

খ বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষকরা বেশির ভাগই দরিদ্র। অর্থসংকটের কারণে তারা কৃষির আধুনিক সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারে না। যে কারণে তারা আশানুরূপ উৎপাদনও পায় না। অর্থসংকটে থাকা এইসব গ্রামীণ কৃষকদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী পদক্ষেপ হলো কৃষি সমবায় গঠন করে কৃষি কাজ পরিচালনা করা। কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকরা খুব সহজেই তাদের কৃষি বিষয়ক সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

গ উদ্দীপকে দরিদ্র কৃষকগণকে পরিস্থিতি উত্তরণে 'কৃষি উপকরণ সমবায়' সংগঠন তৈরি করতে হবে। নিচে কৃষি উপকরণ সমবায় সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো—

কৃষি উপকরণ সমবায়ের কার্যক্রম হচ্ছে বীজ, সার, ঔষধ, যন্ত্রপাতি, পরিবহন, গুদাম ইত্যাদি সংগ্রহ ও ব্যবহার। উপকরণ সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকেরা সহজেই ফসলের বীজ, সার ও ঔষধ পেয়ে থাকে। এছাড়া যেসব যন্ত্রপাতি ব্যয়বহুল কিন্তু প্রয়োজন সেসব যন্ত্রপাতি উপকরণ সমবায়ের মাধ্যমে সরবরাহ করা যায়। এমনকি এই সমবায়ের মাধ্যমেই ফসলের জমিতে সেচের জন্য জলাশয় বা গভীর নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা করা যায়। কৃষি উপকরণ সমবায় কৃষকের পণ্য পরিবহনে এবং কৃষি ঋণ প্রাপ্তিতে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করে। এভাবেই কৃষি উপকরণ সমবায় কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

কৃষি উপকরণ সমবায়ের মাধ্যমেই দরিদ্র কৃষকগণ প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে সহজেই কৃষিকাজ পরিচালনা করতে পারবে।

ঘ উদ্দীপকে যুবক হারুন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য গ্রামের আগ্রহী কৃষকগণকে একসাথে করে যৌথভাবে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করে পরিস্থিতি উত্তরণের ব্যবস্থা করেন। যুবক হারুনের এ প্রচেষ্টাটি 'কৃষি সমবায়' নামে পরিচিত। কৃষি সমবায় একটি সমন্বিত কার্যক্রম। কৃষি সমবায়ের ফলে কৃষিকাজে অনেক উন্নতি ঘটবে। কৃষি কাজে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। কারণ এসকল প্রযুক্তি অনেক ব্যয়বহুল। তাই দরিদ্র কৃষকদের একার পক্ষে এসকল প্রযুক্তি ব্যবহার সম্ভব হয় না। তাই কৃষি সমবায় গঠন করে কয়েকজন কৃষক মিলে সহজেই বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে। এতে কৃষিকাজের উন্নয়ন এমনকি আমূল পরিবর্তন হতে পারে।

উপরের বর্ণনার আলোকে বলা যায়, কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র কৃষকগণ প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাবে। যুবক হারুন তার গ্রামে কৃষি সমবায়ের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামের জন্য অনুসরণীয়। বাংলাদেশের গ্রামের দরিদ্র কৃষকগণ উদ্দীপকের মতো কৃষি সমবায় গঠন করে প্রতিকূল পরিস্থিতি উত্তরণে সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ১৩ ▸ মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, মিরপুর, ঢাকা

ঝিনাইদহ জেলার কদমতলা গ্রামের কৃষকেরা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করে একটি কৃষি সমবায় গঠন করেন। এর ফলে কৃষি উপকরণ ক্রয়, কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক. সমবায় কী? ১
খ. দশের লাঠি একের বোঝা বলতে কী বোঝ? ২
গ. কৃষকগণ কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কীভাবে উদ্দীপকের কাজগুলো সম্পন্ন করবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সংগঠনটির প্রয়োজনীয়তা — ব্যাখ্যা কর। ৪

▸ শিখনফল ৩

১৩নং প্রশ্নের উত্তর :

ক একই উদ্দেশ্যে এক জোট হয়ে কোনো কাজ করা হলো সমবায়।

খ দশের লাঠি একের বোঝা। এটি একটি গ্রাম বাংলার প্রবাদ। এটির মানে একজনের পক্ষে যে কাজ অবহনযোগ্য বোঝা, দশজন একত্র হলে সেই বোঝা শুধু সহজেই বহনযোগ্য নয় বরং লাঠির মতো উপকারী হতে পারে।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত কাজগুলো হলো কৃষি উপকরণ ক্রয়, কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন। কৃষকগণ কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কীভাবে উদ্দীপকের কাজগুলো সম্পন্ন করবে তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

যেকোনো ক্ষেত্রে একজনের কাজ দশজনে মিলে করলে তা সহজ হয়ে যায়। একজন ব্যক্তির পক্ষে যে বোঝাটি অবহনযোগ্য, দশজন ব্যক্তি একত্র হলে সেই বোঝাটি সহজে বহন করা যায়। যদি বোঝাটি খুলে দশজনের কাছে দেওয়া হয় তা লাঠি হিসেবেও কাজ করে। কৃষিক্ষেত্রে সম্মিলিত কাজ অর্থাৎ কৃষি সমবায় এর উজ্জ্বল উদাহরণ। কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃষি সমবায় কৃষকদের সক্ষম করে তুলতে পারে। পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তিসমূহ একজনের পক্ষে ব্যবহার করা খুবই ব্যয়বহুল। তাই সমবায় পদ্ধতিতে সহজেই এগুলোর উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যেতে পারে। কদমতলা গ্রামের কৃষকরাও সমবায় গঠনের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে কৃষি উপকরণ ক্রয়, কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনের কাজগুলো করতে পারবে। এভাবে যেকোনো কাজই সম্মিলিতভাবে করলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়, এমনকি অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়ে যায়। তাই সকলে মিলে কাজ করলে তাতে সহজেই সফলতা পাওয়া যায়।

সুতরাং উপরের আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, কৃষকগণ কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে উদ্দীপকের কাজগুলো সম্পন্ন করবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত সংগঠনটি হলো কৃষি সমবায়। নিচে সংগঠনটির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হলো—

আমরা গ্রামাঞ্চলে দেখি যে কৃষকরা উৎপন্ন ফসল ধরে রাখতে পারে না। বাম্পার ফলন হলে অনেক সময় ফসলের দাম পড়ে যায়। কোনো কোনো সময় এতটাই পড়ে যায় যে, উৎপাদন ব্যয়ও উঠাতে পারে না। তাছাড়া আধুনিক কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় কৃষি বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। আর একজন কৃষকের পক্ষে ওরকম ব্যয় বহন করা সম্ভব হয় না। কৃষি সমবায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারে কৃষকদের সক্ষম করে তুলতে পারে। পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তিসমূহ যান্ত্রিক উপায়ে ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা, পরিবহন, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন সকল ক্ষেত্রেই কৃষি সমবায় উচ্চমাত্রায় সক্ষমতা এনে দিতে পারে।

সুতরাং উপরের আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, কৃষি উপকরণ ক্রয়, কৃষিপণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনে সংগঠনটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৩য় পরিচ্ছেদ কৃষি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন

প্রশ্ন ১৪ ▸ বরিশাল বোর্ড ২০২৪

নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

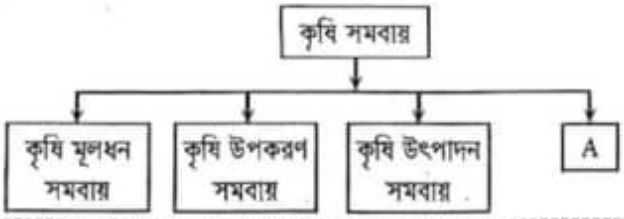

ক. পারিবারিক খামার কাকে বলে? ১
খ. আধুনিক কৃষি ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে কেন? ২
গ. A চিহ্নিত সমবায়টির কার্যক্রম বর্ণনা কর। ৩
ঘ. কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে উল্লিখিত সমবায়গুলোর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখপূর্বক তার সপক্ষে তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৪

ক কম লোকবল ও কম মূলধন বিনিয়োগে বাড়ির আঙিনায় স্বল্প পরিসরে পরিবারের সদস্য দ্বারা পরিচালিত খামারকে পারিবারিক খামার বলা হয়।

ঘ কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় কৃষি বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক কৃষিতে উন্নত যন্ত্রপাতি, সার ও বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। অধিক উৎপাদন ও ভালো ফলনের আশায় ব্যয়বহুল রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে কৃষি ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে।

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত ছকে 'A' চিহ্নিত সমবায়টি হলো কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সমবায়। নিচে সমবায়টির কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা হলো—

কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সমবায়ের কার্যক্রমগুলো হলো পণ্যমূল্য নির্ধারণ, ভর্তুকি গ্রহণ, কৃষিপণ্য বিক্রয় এবং এতদসংক্রান্ত হিসাব রক্ষা। কৃষিপণ্য বাজারজাত করার সময় সমবায় থেকে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য সরকারি বা বেসরকারি সেবা সংস্থাগুলো থেকে সমবায় প্রয়োজনীয় ভর্তুকি গ্রহণ করে। সমবায় কৃষিপণ্য বিক্রয় করে এবং বিক্রির হিসাব রাখে। সমবায় কৃষিপণ্য বিক্রয়ের পাই পাই হিসাব রেখে মুনাফা বিনিয়োগের পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টন করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের ছকে উল্লিখিত সমবায়গুলো হলো কৃষি সমবায়। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে কৃষি সমবায় খুবই জরুরি। নিচে এ সম্পর্কে মতামত উপস্থাপন করা হলো—

কৃষি সমবায়ের ফলে কৃষিকাজে অনেক উন্নতি ঘটবে। কৃষি কাজে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। কারণ এসকল প্রযুক্তি অনেক ব্যয়বহুল। তাই দরিদ্র কৃষকদের একার পক্ষে এসকল প্রযুক্তি ব্যবহার সম্ভব হয় না। তাই কৃষি সমবায় গঠন করে কয়েকজন কৃষক মিলে সহজেই বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে। এতে কৃষিকাজের উন্নয়ন এমনকি আমূল পরিবর্তন হতে পারে। আবার, কৃষি সমবায়ের ফলে কৃষকরা একা প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে না। ফলে তাদের ফসল উৎপাদন কম হয়। কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকরা কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারছে। এতে তাদের মাথাপিছু খরচ কম হওয়ায় কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা অল্প সময়ে ও সহজে অধিক ফলন পেতে পারে। ফলে কৃষকের উন্নয়নে কৃষি সমবায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ১৫ ▸ সকল বোর্ড ২০১৯

গত কয়েক বছর থেকে হবিগঞ্জ এলাকার কৃষকরা মাঠ ফসল উৎপাদনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ঢল বন্যার কারণে সকলের ছোট ছোট জমিগুলো পানির নিচে ডুবে থাকে এবং বড় জলাধার সৃষ্টি হয়। দিশেহারা কৃষক সমবেত হয়ে কৃষি ও মৎস্য কর্মকর্তার সহায়তায় কৃষিজ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ক. মানুষ একই উদ্দেশ্যে জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করাকে কী বলে? ১

খ. কোন ক্ষেত্রে "দশের লাঠি, একের বোঝা" প্রবাদটি প্রযোজ্য — ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হবিগঞ্জ এলাকার কৃষকগণের পদক্ষেপ কোন ধরনের সমবায় প্রক্রিয়া তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে উদ্দীপকের গৃহীত পদক্ষেপ জাতীয় অর্থনীতিকে উন্নত করে"। — বক্তব্যের সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৩ ও ৪

ক মানুষ একই উদ্দেশ্যে জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করাকে সমবায় বলে।

খ "দশের লাঠি একের বোঝা" বলতে বুঝায়— একজনের পক্ষে যে কাজ অবহনযোগ্য বোঝা, দশজন একত্র হলে সেই বোঝা সহজেই বহনযোগ্য হতে পারে। কৃষি ক্ষেত্রে "দশের লাঠি, একের বোঝা" প্রবাদটি প্রযোজ্য। কারণ বাংলাদেশের কৃষকরা এখনো দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। তাদের একার পক্ষে কৃষির আধুনিক সুবিধাগুলো গ্রহণ করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও লাভবান হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তারা যদি জোটবদ্ধ হয়ে সমবায় গঠনের মাধ্যমে অর্থাৎ "দশের লাঠিকে একের বোঝা" বানিয়ে কৃষিকাজ করে তবে তাদের পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি করে লাভবান হওয়া সম্ভব হবে।

গ উদ্দীপকের বর্ণনানুযায়ী হবিগঞ্জ এলাকার কৃষকদের জোটবদ্ধ হয়ে কৃষিজ উৎপাদনের পদক্ষেপটি কৃষি উৎপাদন সমবায় প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

হবিগঞ্জ এলাকার কৃষকরা এককভাবে মাঠ ফসল উৎপাদন করে ঢল বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এককভাবে চাষ করার ফলে এক্ষেত্রে কৃষকের একার পক্ষে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন সম্ভব হচ্ছে না তেমনি কৃষক এককভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে কৃষি ও মৎস্য কর্মকর্তার সহায়তায় কৃষকরা সমবেতভাবে কৃষিজ উৎপাদনের পদক্ষেপ নেয়। কৃষকদের এ পদক্ষেপ তাদের হঠাৎ বিপর্যয় সহনশীলতা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে কৃষকগণ যেহেতু সমবেতভাবে ফসল চাষ করবে তাই বন্যার কবল থেকে ফসল রক্ষায় তারা সমবেতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে পারবে। তাছাড়া এর মাধ্যমে কৃষক এককভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বলে কৃষকের সর্বস্বান্ত হওয়ারও সম্ভাবনা নেই।

সুতরাং হবিগঞ্জ এলাকার কৃষকগণের পদক্ষেপটি একটি যথাযথ কৃষি উৎপাদন সমবায় কার্যক্রম।

ঘ বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ হলেও এদেশের সম্পদ সীমিত। এ সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমেই বিশাল জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা সম্ভব। আর সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে গৃহীত সমবায় কার্যক্রম একটি কার্যকর উপায়। কৃষি সমবায় গঠন করে কয়েকজন কৃষক মিলে সহজেই বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে। এতে কৃষিকাজের উন্নয়ন এমনকি আমূল পরিবর্তন হতে পারে।

আবার, কৃষি সমবায়ের ফলে কৃষকরা একা প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে না। ফলে তাদের ফসল উৎপাদন কম হয়। কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকরা কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারছে। এতে তাদের মাথাপিছু খরচ কম হওয়ায় কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা অল্প সময়ে ও সহজে অধিক ফলন পেতে পারে।

অর্থাৎ সমবায় কার্যক্রমের মাধ্যমে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে কৃষকরা নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে। একই সাথে যা জাতীয় অর্থনীতিকেও উন্নত করে।

প্রশ্ন ১৬ ▸ আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

সোনাপুর গ্রামের কৃষকেরা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে একটি কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করে। এর ফলে কৃষি উপকরণ ক্রয়, কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক. কৃষি সমবায় কাকে বলে? ১

খ. কৃষি আধুনিকায়নের জন্য কীসের প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কৃষকগণ কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কীভাবে উদ্দীপকের কাজগুলো সম্পন্ন করবে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সংগঠনটির প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৪

ক কৃষিকাজ (উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিপণন) সম্পন্ন করতে এবং কৃষি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সকল কৃষকের সম্মিলিত প্রয়াসকেই কৃষি সমবায় বলে।

খ কৃষি আধুনিকায়নের জন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রয়োজন। পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর থেকে শুরু করে বহু ধরনের যন্ত্রপাতি, ফসল উৎপাদন, পশু-পাখি, মৎস্য পালন তথা সার্বিক কৃষিকাজে ব্যবহার করা যায়। সমবায় পদ্ধতিতে যেকোনো কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে ব্যবহার করলে আমাদের কৃষির উৎপাদনশীলতা যেকোনো উন্নত দেশের মানকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত কাজগুলো হলো কৃষি উপকরণ ক্রয়, কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন। কৃষকগণ কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কীভাবে উদ্দীপকের কাজগুলো সম্পন্ন করবে তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

যেকোনো ক্ষেত্রে একজনের কাজ দশজনে মিলে করলে তা সহজ হয়ে যায়। একজন ব্যক্তির পক্ষে যে বোঝাটি অবহনযোগ্য, দশজন ব্যক্তি একত্র হলে সেই বোঝাটি সহজে বহন করা যায়। যদি বোঝাটি খুলে দশজনের কাছে

দেওয়া হয় তা লাঠি হিসেবেও কাজ করে। কৃষিক্ষেত্রে সম্মিলিত কাজ অর্থাৎ কৃষি সমবায় এর উজ্জ্বল উদাহরণ। কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃষি সমবায় কৃষকদের সক্ষম করে তুলতে পারে। পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তিসমূহ একজনের পক্ষে ব্যবহার করা খুবই ব্যয়বহুল। তাই সমবায় পদ্ধতিতে সহজেই এগুলোর উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যেতে পারে। সোনাপুর গ্রামের কৃষকরাও সমবায় গঠনের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে কৃষি উপকরণ ক্রয়, কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনের কাজগুলো করতে পারবে। এভাবে যেকোনো কাজই সম্মিলিতভাবে করলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়, এমনকি অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়ে যায়। তাই সকলে মিলে কাজ করলে তাতে সহজেই সফলতা পাওয়া যায়।

সুতরাং উপরের আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, কৃষকগণ কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে উদ্দীপকের কাজগুলো সম্পন্ন করবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত সংগঠনটি হলো কৃষি সমবায়। নিচে সংগঠনটির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হলো—

আমরা গ্রামাঞ্চলে দেখি যে কৃষকরা উৎপন্ন ফসল ধরে রাখতে পারে না। বাম্পার ফলন হলে অনেক সময় ফসলের দাম পড়ে যায়। কোনো কোনো সময় এতটাই পড়ে যায় যে, উৎপাদন ব্যয়ও উঠাতে পারে না। তাছাড়া আধুনিক কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় কৃষি বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। আর একজন কৃষকের পক্ষে ওরকম ব্যয় বহন করা সম্ভব হয় না। কৃষি সমবায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারে কৃষকদের সক্ষম করে তুলতে পারে। পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তিসমূহ যান্ত্রিক উপায়ে ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা, পরিবহন, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন সকল ক্ষেত্রেই কৃষি সমবায় উচ্চমাত্রায় সক্ষমতা এনে দিতে পারে।

সুতরাং উপরের আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, কৃষি উপকরণ ক্রয়, কৃষিপণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনে সংগঠনটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রশ্ন ১৭ ▸ বিষয়বস্তু : কৃষি সমবায়ের ভূমিকা

সিহাব সাহেব সম্প্রতি কৃষি সমবায়ের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এলাকার সাধারণ কৃষকের মাঝে সমবায়ের কথাটা বলতে চান। কৃষকগণ সমন্বিত কৃষি সমবায় গড়বে এবং উৎপাদিত পণ্যের দাম পাবে।

ক. কৃষি সমবায় কী? ১

খ. কৃষি সমবায়ের উদ্দেশ্য কি কি? ২

গ. সিহাব সাহেব যে বিষয়ের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তা কিভাবে কৃষকের জমি উৎপাদনে সহায়ক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সিহাব সাহেবের মতে কৃষিতে অধিক মুনাফা অর্জনে কৃষি সমবায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৪

ক কৃষিকাজ (উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিপণন) সম্পন্ন করতে এবং কৃষি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সকল কৃষকের সম্মিলিত প্রয়াসকেই কৃষি সমবায় বলে।

খ কৃষি সমবায়ের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ—

১. সমবায়ী কৃষককে তার জমি ও পুঁজির অনুপাতে লাভের সঠিক বন্টন নিশ্চিতকরণ।
২. কৃষকের আর্থিক ক্ষতি ও হঠাৎ বিপর্যয় এড়ানোর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণকরণ।
৩. সমন্বিত বাজার ব্যবস্থা ও উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ।
৪. পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারকরণ।
৫. উচ্চ মুনাফা অর্জনে পদক্ষেপ গ্রহণকরণ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সিহাব সাহেব কৃষি সমবায়ের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। কৃষি সমবায় কৃষকদের জমি উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো :

সিহাব সাহেব 'কৃষি সমবায়ের' প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। কৃষি সমবায়গুলো সাধারণত এলাকাভিত্তিক বা আঞ্চলিক হয়। আর কৃষি সমস্যাগুলো এলাকাভিত্তিক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত সিহাব সাহেবের এলাকায় সমস্যা হলো কৃষকগণ উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পায় না। আর এ অর্থনৈতিক সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য কৃষকগণ কৃষি মূলধন সমবায় (সঞ্চয় সমবায়) গড়ে তুলতে পারে। অঞ্চলভিত্তিক কৃষক সংগঠন গড়ে তুলে কৃষি মূলধন সমবায় গঠন করা যায়। তবে এ ধরনের সমবায় গড়ে তোলার জন্য সমমনা কৃষক দল প্রয়োজন। যার মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে ভালোভাবে কৃষিকাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। এর ফলে ঐ সমবায়ের কৃষক সদস্যরা সমন্বয়ের ভিত্তিতে একসাথে কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় এবং নিজেদের মধ্যে বন্টন করে সহজে কৃষিকাজ চালিয়ে যেতে পারবে। অতএব, বলা যায় যে, কৃষি সমবায় কৃষির উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সিহাব সাহেব প্রশিক্ষণ নিয়ে বুঝেছেন কৃষিতে অধিক মুনাফা অর্জনে কৃষি সমবায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নিচে বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করা হলো :

বর্তমানে কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় কৃষি বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। এছাড়া কৃষক উৎপন্ন ফসল ধরে রাখতে পারে না। আবার বাম্পার ফলন হলে ফসলের দাম পড়ে যায়। কোনো কোনো সময় এতটাই পড়ে যায় যে উৎপাদন ব্যয়ও উঠে আসে না। যদি কৃষকদের নিজস্ব ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও বড় গুদাম থাকত তাহলে এ আর্থিক ক্ষতি এড়ানো যেত। আবার আমাদের দেশের কৃষকরা অদক্ষ বলে সঠিকভাবে তারা গ্রেডিং, প্যাকিং, বাজারজাতকরণ করতে পারে না। ফলে উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। ফসল উৎপাদন থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত যদি কৃষি সমবায় গড়ে তোলা যায়, তবে প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সরবরাহ, উৎপাদন প্রযুক্তি, উৎপাদন মৌসুম, ফসল সংগ্রহ, গ্রেডিং, প্যাকিং ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের দক্ষ করে প্রযুক্তিগুলো বিনিময় করা যায়। ফলে কৃষিতে কৃষকের অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়।

উপরোউল্লিখিত আলোচনা থেকে এটাই বুঝা যায় যে, সিহাব সাহেব যদি কৃষি সমবায় এলাকায় গড়ে তোলে তাহলে মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে তারা সাবলম্বী হয়ে দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

৪র্থ পরিচ্ছেদ সমবায় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন ১৮ ▸ বিষয়বস্তু : কৃষি সমবায়ের গুরুত্ব

বাংলাদেশে কৃষি সমবায় কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। এছাড়া গ্রামের কৃষকদের সমন্বিত করে কৃষিপণ্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করেছে। কৃষির জমি, পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সঠিক ব্যবহার করেছে এবং কৃষিক্ষেত্রে কৃষি সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা বেড়েই চলেছে।

ক. একটি লাভজনক কৃষি খামার পরিচালনায় সর্বনিম্ন কত জমি প্রয়োজন? ১

খ. নির্দিষ্ট বিপণন সংস্থার সাথে আগে থেকে চুক্তি করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. কৃষি সমবায় সংগঠনের কাজ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "কৃষি সমবায় একটি সমন্বিত কার্যক্রম" — বক্তব্যটির সার্থকতা যাচাই কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৫

ক একটি লাভজনক কৃষি খামার পরিচালনার জন্য সর্বনিম্ন এক হেক্টর জমির প্রয়োজন।

খ কৃষি উৎপাদিত পণ্যের সঠিক সময় বাজারজাতকরণ এবং উপযুক্ত মূল্য পেতে কৃষি সমবায়ের আগে থেকেই বিপণন সংস্থার সাথে চুক্তি করা প্রয়োজন। এ চুক্তির ফলে পণ্য উৎপাদনের ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস পায় এবং পণ্য সংরক্ষণের ঝামেলা কমে। আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া থাকায় পণ্য পরিবহন, বিপণনে অনেক সুবিধা হয়।

গ সফলভাবে কৃষিপণ্য উৎপাদনে ক্ষুদ্র কৃষকদের সমন্বিত কৃষি সমবায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে কৃষি সমবায়ের কাজগুলো দেওয়া হলো :

১. কৃষি উৎপাদনে আগ্রহী ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ করা।
২. কৃষকদের জমি ও অর্থ সমবায়ে যুক্ত করা।
৩. সমবায়ের মূল শর্ত তথা বিধি-বিধান চূড়ান্ত করা।
৪. কৃষি সমবায়টিকে সমবায় অধিদপ্তরের নথিভুক্ত করা।
৫. কৃষিপণ্য উৎপাদনে উপজেলা কৃষি, পশু ও মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ।
৬. সমগ্র কৃষিকাজ, কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণনের ব্যবস্থা করা।
৭. মুনাফা প্রত্যেক সমবায়ীর বিনিয়োগের পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টন করা।
৮. সরকারি বা বেসরকারি সেবা সংস্থার অনুদান, ভর্তুকি গ্রহণের ব্যবস্থা করা।
৯. কৃষিপণ্যের ক্রেতা সংস্থার সাথে চুক্তি করা।
১০. সর্বোপরি কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ও পরিবেশবান্ধব চাষ নিশ্চিত করা।

ঘ ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য কৃষি সমবায় সুফল নিয়ে এসেছে। সমবায় বলতে বোঝায় সমউদ্দেশ্যে একজোট হয়ে কাজ করা। আর তাই কৃষি সমবায় গ্রামের কৃষকদের সমন্বিত করে কৃষিপণ্যের উৎপাদন নিশ্চিত করে।

কৃষি সমবায়ের মহৎ কর্মযজ্ঞের শুরুই হয় কৃষি উৎপাদনে সক্রিয় আগ্রহী ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে। কৃষি সমবায়ের সকল সদস্যদের জমি ও অর্থ একত্রে করে কাজ ও ব্যয় করা হয়। অনেক জমি একত্রে হওয়ায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জিত হয়। কৃষি সমবায়ের সকল কাজ সকলে মিলে করা হয়। সমবায়ের প্রত্যেকটি সদস্য নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। যার ফলে দ্রুত সফলতা অর্জিত হয়। আবার একত্রে চাষ ও সংরক্ষণে বড় গুদামের ব্যবস্থা সম্ভব হয়। সর্বোপরি কৃষিপণ্য বিপণনে উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায়, যা একাকি বিপণনে সম্ভব নয়। কৃষি সমবায় মোট মুনাফা প্রত্যেক সমবায়ীকে বিনিয়োগের জমি ও অর্থ অনুযায়ী বণ্টন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা সংস্থার অনুদান, ভর্তুকি, সেবা সমবায়ের সকল সদস্যের মাঝে সঠিকভাবে বণ্টন করে দেওয়া হয়। এর ফলে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে সকলে উপকৃত হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, কৃষি সমবায় একটি সমন্বিত কার্যক্রম।

অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান

সৃজনশীল, সংক্ষিপ্ত, বহুনির্বাচনি ও দক্ষতা স্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর এবং চিন্তন দক্ষতা ও মেধাবিকাশে সহায়ক

পরিচ্ছেদ ০২ কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার

কাজ ১। শিক্ষার্থীরা সমবায়ের মাধ্যমে সংগ্রহযোগ্য কৃষি উপকরণের তালিকা তৈরি করবে। • পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ২০৫

সমাধান : সমবায়ের মাধ্যমে সংগ্রহযোগ্য কৃষি উপকরণের তালিকা নিম্ন উপায়ে লেখা যায়—

নাম	উপকরণ
কৃষি যন্ত্রপাতি	টিলার, ট্রাক্টর, ফসল উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি
অন্যান্য	বীজ, সার, পালিত পশু-পাখির খাদ্য, ওষুধ ইত্যাদি।

পরিচ্ছেদ ০৩ কৃষি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন

কাজ ২। শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসেবে বিপণনের হিসাব-নিকাশ/রেজিস্টার্ড খাতায় লিপিবদ্ধ করবে এবং শ্রেণিতে জমা দিবে। • পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ২০৬

সমাধান : কৃষিপণ্য বিপণনের হিসাবনিকাশ/রেজিস্টার্ড খাতায় নিম্ন উপায়ে লিপিবদ্ধ করা যায়—

উপকরণ : ১. রেজিস্টার্ড খাতা, ২. কলম, ৩. স্কেল, ৪. পেন্সিল।

কার্যপদ্ধতি :

১. শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের সহায়তায় বিপণনের হিসাব-নিকাশ লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানবে।
২. এরপর একটি রেজিস্টার্ড খাতায় তা লিপিবদ্ধ করে জমা দিবে।

নিচে একটি নমুনা হিসাব দেওয়া হলো—

মধুমেলা আম বাগানের বিপণনের হিসাব :

খরচের বিবরণ	দর	পরিমাণ	টাকা
১. খাঁচা	৫০	৫০টি	২,৫০০
২. খড়	৫	১০০টি	৫০০
৩. প্যাকিং			৩,০০০
৪. যানবাহন (ট্রাক)			১২,০০০
৫. শ্রমিক			৩,০০০
		সর্বমোট	২১,০০০

PART 03 এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স *Exclusive Suggestions*

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত ১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স

▷ স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য নিচের ছকে প্রদত্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে অনুশীলন করবে।

বিষয়/ শিরোনাম	গুরুত্বসূচক চিহ্ন		
	7★ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)	5★ (তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ)	3★ (কম গুরুত্বপূর্ণ)
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর	PART 02 (অনুশীলন অংশ) এর সব বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর স্কুল এবং এসএসসি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।		
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৪, ৬, ১২	২, ৫, ৮, ১৩	৩, ৭, ১১
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৪, ৯, ১৪, ১৭	২, ৫, ১০, ১৬	৩, ৮, ১৯
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	২, ৪, ৭, ১১	১, ৫, ৮	৩, ৬
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৬, ১২, ১৫	২, ৮, ১৩	৩, ১১, ১৪

PART 04

যাচাই ও মূল্যায়ন
Assessment & Evaluation

প্রস্তুতি যাচাই ও মূল্যায়নের জন্য
অধ্যায়ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ
মডেল টেস্ট ও উত্তরমালা

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সংক্ষিপ্ত প্রশ্নব্যাংক

১। কৃষি সমবায় কেন করা হয়?
২। কৃষি সমবায় পদ্ধতিতে কীভাবে সর্বোচ্চ মুনাফা পাওয়া যায়?
৩। সমবায় ব্যবস্থা কীভাবে একে অপরকে সক্রিয় হতে শেখায়?
৪। কৃষিকাজে জলাধারে সঞ্চিত পানি ব্যবহার করা লাভজনক কেন?
৫। কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
৬। প্যাকিং কিসের উপর নির্ভর করে? ব্যাখ্যা কর।
৭। কৃষিপণ্য উৎপাদনে কোন বিষয়ে লক্ষ রাখা প্রয়োজন এবং কেন লেখ।
৮। কৃষি সমবায়ের ক্ষেত্রে সমবায় সংগঠন কেন প্রয়োজন?

উত্তরসূত্র নিজে চেষ্টা কর। উত্তরের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য এ বইয়ের ৩৭১ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর অংশ দেখ।

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ১ গ্রামের কৃষক ছবুর। তার চাষের জমির পরিমাণ নিতান্তই কম। তাছাড়া গ্রামে আরও এমন অনেক কৃষক আছে যাদের নিজস্ব জমি অনেক কম। তাই তারা সামান্য জমি কাজে লাগিয়ে তেমন কোনো লাভ করতে পারে না। এজন্য একজন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে তারা কৃষি সমবায় গঠনের উদ্যোগ নিল।

ক. কৃষি সমবায় কী? ১
খ. কৃষি সমবায়ের উদ্দেশ্য কি? ২
গ. কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার পরামর্শ কীভাবে ছবুর মিয়াসহ অন্যান্য কৃষকরা কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে? ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. গ্রামের কৃষকদের উদ্যোগটি কতটা যৌক্তিক ছিল? মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর :
▸ ক-এর উত্তরের জন্য ৩৭২ পৃষ্ঠার ২ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।
▸ খ-এর উত্তরের জন্য ৩৭৩ পৃষ্ঠার ২ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।
▸ পাঠ্যবইয়ের ২০৪ পৃষ্ঠার বিষয়বস্তুর আলোকে গ-এর উত্তর নিজে কর।
▸ পাঠ্যবইয়ের ২০৪ পৃষ্ঠার বিষয়বস্তুর আলোকে ঘ-এর উত্তর নিজে কর।

প্রশ্ন ২ চরবুহিতা অঞ্চলের কৃষ্ণ বাবু ও যতিন পোদ্দার। বসত বাড়ি ছাড়া তাদের আবাদি জমি খুবই সামান্য। এলাকার অন্যান্য কৃষকদেরও একই অবস্থা। ফলে সকলেই সাংসারিক খরচ চালাতে হিমশিম খান, যুব উন্নয়ন কর্মীর পরামর্শে কৃষ্ণবাবুর নেতৃত্বে ঐ অঞ্চলের কৃষকেরা সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ঋণ পাওয়ার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেন। অন্যদিকে যতিন পোদ্দারের নেতৃত্বে সমবায়ের মাধ্যমে চাষ করে সবাই কাজে নিয়োজিত হয়ে গেলেন। এতে অল্প সময়ে সবাই আয়ের মুখ দেখল।

ক. সমবায় কী? ১
খ. সমবায় ব্যবস্থা কিভাবে অপরকে সক্রিয় হতে শেখায়— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কৃষ্ণবাবুর গৃহীত কার্যক্রমের ধারা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চরবুহিতা অঞ্চলের কৃষকদের উন্নয়নে যতিন পোদ্দারের নেতৃত্বের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর :
▸ ক-এর উত্তরের জন্য ৩৭২ পৃষ্ঠার ১ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।
▸ খ-এর উত্তরের জন্য ৩৭৩ পৃষ্ঠার ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।
▸ পাঠ্যবইয়ের ২০৪ পৃষ্ঠার বিষয়বস্তুর আলোকে গ-এর উত্তর নিজে কর।
▸ পাঠ্যবইয়ের ২০৪ পৃষ্ঠার বিষয়বস্তুর আলোকে ঘ-এর উত্তর নিজে কর।

প্রশ্ন ৩ তাওহিদ যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তার গ্রামের লোকদের কৃষি সমবায়ে উদ্বুদ্ধ করে। সে তার গ্রামের কৃষকদের বোঝাতে সক্ষম হয় যে, দশজনের জন্য যে কাজটা সহজ, একার জন্য সেটা কঠিন। কৃষি সমবায় শুরুর পর গ্রামের কৃষিতে ব্যাপক উন্নতি সাধন হয়।

ক. কৃষি ঋণ কী? ১
খ. 'দশের লাঠি একের বোঝা'— বলতে কী বোঝ? ২
গ. তাওহিদের গ্রামের কৃষিতে কৃষি সমবায়ের ভূমিকা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "দশের লাঠি একের বোঝা"— উক্তিটি কৃষি সমবায়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর :
▸ ক-এর উত্তরের জন্য ৩৭২ পৃষ্ঠার ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।
▸ খ-এর উত্তরের জন্য ৩৭৩ পৃষ্ঠার ১ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।
▸ পাঠ্যবইয়ের ২০৩ পৃষ্ঠার বিষয়বস্তুর আলোকে গ-এর উত্তর নিজে কর।
▸ পাঠ্যবইয়ের ২০৩ পৃষ্ঠার বিষয়বস্তুর আলোকে ঘ-এর উত্তর নিজে কর।

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরভিত্তিক প্রশ্নব্যাংক — সৃজনশীলে 'গ' ও 'ঘ' অংশের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

▸ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর ভালোভাবে আত্মস্থ করলে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর করা যাবে।

১। অনগ্রসর কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে কৃষি সমবায় সংগঠনের ভূমিকা বর্ণনা কর। [ঢা. বো. '২৪]
উত্তরসূত্র : সৃজনশীল প্রশ্ন ২(গ) দ্রষ্টব্য।

২। সেচ সমস্যা সমাধানে কৃষি সমবায়ের গুরুত্ব বর্ণনা কর। [য. বো. '২৪]
উত্তরসূত্র : সৃজনশীল প্রশ্ন ৮(গ) দ্রষ্টব্য।

৩। কৃষি উপকরণ সমবায়ের কার্যক্রম বর্ণনা কর। [চ. বো., দি. বো. '২৪]
উত্তরসূত্র : সৃজনশীল প্রশ্ন ৯(গ) দ্রষ্টব্য।

৪। প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় সমবায়ের ভূমিকা বর্ণনা কর। [চ. বো. '২৪]
উত্তরসূত্র : সৃজনশীল প্রশ্ন ৯(ঘ) দ্রষ্টব্য।

৫। কৃষি বাজারজাতকরণ সমবায়ের কার্যক্রম বর্ণনা কর। [ব. বো. '২৪]
উত্তরসূত্র : সৃজনশীল প্রশ্ন ১৪(গ) দ্রষ্টব্য।

৬। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে কৃষি সমবায় খুবই জরুরি— ব্যাখ্যা কর। [ব. বো. '২৪]
উত্তরসূত্র : সৃজনশীল প্রশ্ন ১৪(ঘ) দ্রষ্টব্য।

৭। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। [দি. বো. '২৪]
উত্তরসূত্র : সৃজনশীল প্রশ্ন ১০(গ) দ্রষ্টব্য।

৮। কৃষি উৎপাদন সমবায় সম্পর্কে বর্ণনা কর। [সকল বোর্ড '১৯]
উত্তরসূত্র : সৃজনশীল প্রশ্ন ১৫(গ) দ্রষ্টব্য।

৯। কৃষি সমবায় একটি সমন্বিত কার্যক্রম - বক্তব্যটির সার্থকতা যাচাই কর।
উত্তরসূত্র : সৃজনশীল প্রশ্ন ১৮(ঘ) দ্রষ্টব্য।

অধ্যায়ভিত্তিক মডেল টেস্ট

কৃষিশিক্ষা

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৭৫

সময়—২৫ মিনিট **বহুনির্বাচনি অভীক্ষা** (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১) মান—২৫

[বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক /সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. কৃষকদের নিজস্ব পেশাগত সংগঠন কোনটি?
ক এফএও খ বি আর আর আই
গ বি. জে আর আই ঘ সমবায়

২. পানি সেচের সর্বোত্তম উৎস কোনটি?
ক প্রাকৃতিক জলাধার খ ভূ-উপরিস্থ জলাধার
গ কৃত্রিম জলাধার ঘ গভীর নলকূপ

৩. কৃষি উপকরণ সমবায় হলো — সংগ্রহ করা।
ক মূলধন খ ভর্তুকি গ্রহণ
গ কৃষিপণ্য বিক্রয় ঘ বীজ

৪. সমবায় কী ধরনের সংগঠন?
ক নিজস্ব পেশাগত খ রাজনৈতিক
গ রাষ্ট্রীয় ঘ ধর্মীয়

৫. কৃষি সমবায় হলো—
i. নিজস্ব পেশাগত সংগঠন
ii. রাষ্ট্র স্বীকৃত
iii. সমবায় আইন মেনে চলে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শফিকের গ্রামে আলুর বাম্পার ফলন হলেও কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ দাম পড়ে যায়। উপযুক্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও বড় গুদাম না থাকায় তারা আলু সংরক্ষণেও ব্যর্থ হয়।

৬. শফিকের গ্রামের কৃষকদের সমস্যা সমাধানের উপায়—
ক কৃষি সমবায় খ সরকারি ব্যবস্থা
গ সংরক্ষণ ঘ ভর্তুকি প্রদান

৭. কৃষকদের একাকি চাষের সমস্যাগুলো হলো—
i. কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার
ii. প্রক্রিয়াজাতকরণ
iii. পরিবেশ সংরক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. কোনটি ছাড়া কৃষি কাজ সম্ভব নয়?
ক সার খ ট্রাকটর
গ অর্থ ঘ পানি

৯. সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদন করা যায়—
i. বীজ
ii. সার
iii. পাওয়ার টিলার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. কৃষিপণ্য বিপণনে কিসের উপর নির্ভর করে প্যাকিং করতে হয়?
ক পণ্য খ দূরত্ব
গ পরিবহন ঘ আবহাওয়া

১১. চটের বস্তায় সংরক্ষণ করা হয় কোনটি?
ক শস্য খ মাছ
গ মাছের পোনা ঘ ডিম

১২. কৃষিপণ্য উৎপাদনে লক্ষ রাখতে হবে—
i. পরিবেশবান্ধব কি-না
ii. স্বাস্থ্যহানিকর কি-না
iii. রপ্তানি উপযোগী কি-না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সোহেল একজন গণ্য ব্যবসায়ী। সে ঢাকায় মাছের জ্যান্ত পোনা পরিবহনের সিদ্ধান্ত নিল।

১৩. সোহেল পরিবহনের জন্য কোনটি ব্যবহার করবে?
ক খাঁচা খ চটের বস্তা
গ পানি ভরা বড় পাত্র ঘ বাক্স

১৪. সোহেলকে কোনটির অভাব পূরণে সচেষ্ট থাকতে হবে?
ক খাদ্য খ হাইড্রোজেন
গ অক্সিজেন ঘ সম্পূরক খাদ্য

১৫. সমবায় সমিতি গড়তে কাদের প্রণীত গঠন প্রণালি অনুসরণ করতে হবে?
ক সমবায় অধিদপ্তর খ সমবায় মন্ত্রণালয়
গ সমবায় সংগঠন ঘ সমবায় সমিতি

১৬. কৃষককে হঠাৎ বিপর্যয় সহনশীলতা জোগাতে পারে কোনটি?
ক কৃষি মালিকানা খ কৃষি সমবায়
গ নেতৃত্ব ঘ বাম্পার ফলন

১৭. সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদনে কার পরামর্শ নেওয়া যাবে—
i. উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা
ii. উপজেলা পশু পালন কর্মকর্তা
iii. মৎস্য কর্মকর্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. কৃষিপণ্য উৎপাদনে কী লক্ষ রাখতে হবে?
ক স্বাস্থ্যকর পণ্য খ রোগবালাই
গ পরিবেশ ঘ সবগুলোই

১৯. মুনাফা বণ্টন সমবায়ীদের বিনিয়োগ অনুযায়ী—
ক ব্যস্তানুপাতিক খ সমানুপাতিক
গ কম ঘ বেশি

২০. কোনটি পরিবেশ বান্ধব নয়?
ক পুকুর খ গভীর নলকূপ
গ জলাধার ঘ নলকূপ

২১. কৃষি সমবায় কত প্রকার?
ক ২ খ ৪ গ ৬ ঘ ৮

২২. কৃষি সমবায়ের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন?
ক জমি খ অর্থ
গ ভর্তুকি ঘ ঐক্যবদ্ধ হওয়া

২৩. কৃষি আধুনিকায়নের জন্য কোনটির প্রয়োজন?
ক কৃষি যান্ত্রিকীকরণ খ রাসায়নিক সার
গ উন্নত বীজ ঘ বালাই নাশক

২৪. কৃষিকাজে পানির সর্বোত্তম উৎস কোনটি?
ক পুকুর খ নলকূপ
গ গভীর নলকূপ ঘ জলাধার

২৫. সমবায়ের মূলভিত্তি কী?
ক জমির শরিকানা লাভ খ পুঁজির শরিকানা লাভ
গ শ্রমের শরিকানা লাভ ঘ মুনাফার শরিকানা লাভ

সময়—২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন) মান—৫০

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

যেকোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ২ × ৫ = ১০

১। কৃষি সমবায় কীভাবে কৃষককে হঠাৎ বিপর্যয় সহনশীলতা যোগায়?
২। কৃষি সমবায় কেন করা হয়?
৩। কৃষি সমবায় পদ্ধতিতে কীভাবে সর্বোচ্চ মুনাফা পাওয়া যায়?
৪। কৃষিকাজে জলাধারে সঞ্চিত পানি ব্যবহার করা লাভজনক কেন?
৫। কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
৬। প্যাকিং কিসের উপর নির্ভর করে? ব্যাখ্যা কর।
৭। কৃষি সমবায়ের ক্ষেত্রে সমবায় সংগঠন কেন প্রয়োজন?

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

যেকোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১০ × ৪ = ৪০

১ ▸ পিরপুর গ্রামের সকল কৃষকদের অল্প পরিমাণ জমি থাকার কারণে ফসল চাষে তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। কৃষি কর্মকর্তা সকল কৃষককে একত্রিত করে কৃষি সমবায়ের ধারণা দেন এবং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। অগ্রগামী কৃষক রফিকের নেতৃত্বে তারা কৃষি সমবায় গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।
ক. কৃষি সমবায় কী? ১
খ. কৃষি সমবায়ের উদ্দেশ্যগুলো লেখ। ২
গ. পিরপুর গ্রামের কৃষকরা কীভাবে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষকদের উদ্যোগটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

২ ▸ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

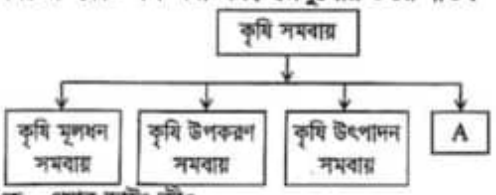

ক. এয়ার ড্রাইং কী? ১
খ. উপকূলীয় বনায়নের ১টি উপযোগিতা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'A' চিহ্নিত সমবায়ের কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে উদ্দীপকের সমবায়গুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ ▸ সাদিক সাহেব চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হওয়ার পর এলাকার উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি তার এলাকার ক্ষুদ্র কৃষকদের নিয়ে একটি কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করেন।
ক. কৃষি উপকরণ কী? ১
খ. কীভাবে কৃষিঋণ পাওয়া সহজতর হয়? ২
গ. সাদিক সাহেবের সংগঠনটি তৈরিতে প্রাথমিকভাবে কী কাজ করতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উপর্যুক্ত সংগঠনটির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ ▸ রানিনগর গ্রামের কৃষকগণ দীর্ঘদিন ধরে পানি সেচের অভাবে আশানুরূপ ফসল উৎপাদন করতে পারছিলেন না। তাদের এ সমস্যা সমাধানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব কবির সাহেবের সহযোগিতায় গড়ে তোলেন মাতৃমঙ্গল কৃষি সমবায় সমিতি। পরিবেশ বান্ধব ও লাগসই প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে রানিনগর গ্রামের কৃষকগণ আজ ঐ এলাকার আদর্শস্বরূপ।
ক. কৃষি সমবায়ের মূলভিত্তি কী? ১
খ. পুকুরে সূর্যালোকের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব কবির সাহেবের কার্যক্রমটি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. রানিনগরের কৃষকদের আদর্শ দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। —উত্তরের সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

৫ ▸ গত বছর ভালো ফসল না পাওয়ায় নদোনা গ্রামের কৃষকরা একত্রিত হয়ে কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে "নদোনা কৃষি সমবায়" গড়ে তোলেন। কৃষি কর্মকর্তার সহযোগিতায় স্থানীয় কুঠির হাট কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি কাজ করে সফলতা লাভ করেন।
ক. সমবায় সংগঠন কী? ১
খ. সমন্বিত চাষে ভূমির ব্যবহার দ্বিগুণ হয়— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির মাধ্যমে কৃষকগণ কী কী কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারবে তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে নদোনা গ্রামের কৃষকরা "আধুনিক কৃষির নাগাল পেল" —যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৬ ▸ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

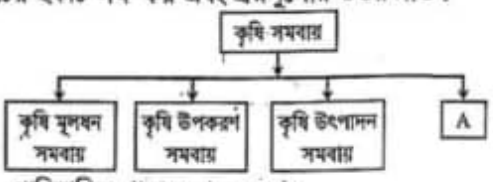

ক. পারিবারিক খামার কাকে বলে? ১
খ. আধুনিক কৃষি ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে কেন? ২
গ. A চিহ্নিত সমবায়টির কার্যক্রম বর্ণনা কর। ৩
ঘ. কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে উল্লিখিত সমবায়গুলোর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখপূর্বক তার সপক্ষে তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

৭ ▸ বাংলাদেশে কৃষি সমবায় কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। এছাড়া গ্রামের কৃষকদের সমন্বিত করে কৃষিপণ্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করেছে। কৃষির জমি, পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সঠিক ব্যবহার করেছে এবং কৃষিক্ষেত্রে কৃষি সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা বেড়েই চলেছে।
ক. একটি লাভজনক কৃষি খামার পরিচালনায় সর্বনিম্ন কত জমি প্রয়োজন? ১
খ. নির্দিষ্ট বিপণন সংস্থার সাথে আগে থেকে চুক্তি করা প্রয়োজন কেন? ২
গ. কৃষি সমবায় সংগঠনের কাজ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "কৃষি সমবায় একটি সমন্বিত কার্যক্রম" — বক্তব্যটির সার্থকতা যাচাই কর। ৪

উত্তরমালা ▸ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	ঘ	২	খ	৩	ঘ	৪	ক	৫	গ	৬	ক	৭	ঘ	৮	ঘ	৯	খ	১০	ক	১১	ক	১২	খ	১৩	গ
১৪	গ	১৫	ক	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	খ	২১	খ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	ঘ		

উত্তরসূত্র ▸ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১ ▸ ৩৭১ পৃষ্ঠার ২ নং প্রশ্ন ও উত্তর
২ ▸ ৩৭১ পৃষ্ঠার ৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৩ ▸ ৩৭১ পৃষ্ঠার ৫ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৪ ▸ ৩৭১ পৃষ্ঠার ৭ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৫ ▸ ৩৭১ পৃষ্ঠার ৮ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৬ ▸ ৩৭১ পৃষ্ঠার ১০ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৭ ▸ ৩৭১ পৃষ্ঠার ১৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর

উত্তরসূত্র ▸ সৃজনশীল প্রশ্ন

১ ▸ ৩৭৪ পৃষ্ঠার ২ নং প্রশ্ন ও উত্তর
২ ▸ ৩৭৫ পৃষ্ঠার ৪ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৩ ▸ ৩৭৬ পৃষ্ঠার ৬ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৪ ▸ ৩৭৭ পৃষ্ঠার ৮ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৫ ▸ ৩৭৯ পৃষ্ঠার ১১ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৬ ▸ ৩৮০ পৃষ্ঠার ১৪ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৭ ▸ ৩৮২ পৃষ্ঠার ১৮ নং প্রশ্ন ও উত্তর